জাতীয় কৃষি নীতি, ১৯৯৯

কৃষি মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
এপ্রিল ১৯৯৯

সূচীপত্র

১. ভূমিকাঃ.....১
২. জাতীয় কৃষি নীতির উদ্দেশ্যাবলী.....২
৩. ফসল উৎপাদন নীতি.....৪
৪. বীজ.....৫
৫. সার.....৭
৬. ক্ষুদ্র সেচ.....৮
৭. বালাই ব্যবস্থাপনা.....১০
৮. কৃষি যান্ত্রিকীকরণ.....১১
৯. কৃষি গবেষণা.....১২
১০. কৃষি সম্প্রসারণ.....১৪
১১. কৃষি বিপণন.....১৫
১২. ভূমি ব্যবহার.....১৭
১৩. কৃষি শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ.....১৮
১৪. কৃষি ঋণ.....১৮
১৫. কৃষি উৎপাদনে সরকারী সহায়তা ও আপৎকালীন পরিকল্পনা.....২০
১৬. খাদ্য ও পুষ্টি উন্নয়ন.....২১
১৭. কৃষি ও পরিবেশ সংরক্ষণ.....২২
১৮. কৃষিতে নারীদের সম্পৃক্তকরণ.....২২
১৯. সরকারী, এনজিও এবং বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের সমন্বয়.....২৩
২০. নির্ভরযোগ্য ডাটা বেইজ.....২৩
২১. উপসংহার.....২৪

DOWNLOADED FROM
Poribesh.com

১. ভূমিকাঃ

১.১ বাংলাদেশের অর্থনীতি মূলতঃ কৃষি নির্ভর। দেশের মোট জনসংখ্যার শতকরা ৮৪ ভাগ গ্রামে বসবাস করে এবং প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কৃষি সংশ্লিষ্ট ব্যাপক কর্মকান্ডে জড়িত। মোট দেশজ উৎপাদন অর্থাৎ জিডিপির শতকরা প্রায় ৩২ ভাগ আসে কৃষি থেকে এবং এককভাবে ফসল উৎপাদন খাতের অবদান হচেছ জিডিপির শতকরা প্রায় ২৩ ভাগ। দেশের মোট শ্রমশক্তির শতকরা প্রায় ৬৩ ভাগ কৃষি খাতে নিয়োজিত এবং এককভাবে ফসল খাতেই নিয়োজিত রয়েছে শ্রমশক্তির শতকরা প্রায় ৫৭ ভাগ।

১.২ আধুনিক কৃষির পরিধি যথেষ্ট বিস্তৃতি লাভ করেছে। যদিও অতীতে কৃষি বলতে মাটি কর্ষণ করে কেবল ফসল উৎপাদনের কাজকেই বুঝানো হতো, আধুনিককালে সার্বজনীনভাবে স্বীকৃত কৃষির সংজ্ঞানুযায়ী প্রাকৃতিক সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহারের মাধ্যমে ফসলের পাশাপাশি অন্যান্য কৃষি পণ্য, যেমন মাছ, মাংস, ডিম, বনজ দ্রব্য ইত্যাদির উৎপাদন, উন্নয়ন, সংরক্ষণ, প্রক্রিয়াজাতকরণ, বিপণন, সম্প্রসারণ প্রভৃতি প্রায়োগিক কর্মকান্ডই কৃষির আওতাভুক্ত হয়েছে। উপরোক্ত সংজ্ঞা অনুযায়ী শস্য উৎপাদন, পশুপালন, মৎস্য চাষ, বনায়ন- এ সবকিছুই কৃষির অন্তর্ভুক্ত আন্তঃসম্পর্কিত বিষয়। তবে, নিঃসন্দেহে বাংলাদেশের কৃষিতে ফসলই হচেছ সর্ববৃহৎ গুরুত্বপূর্ণ খাত।

১.৩ সার্বিকভাবে কৃষির আওতায় ফসল উৎপাদন, মৎস্য, পশুসম্পদ, পরিবেশ ও বন উন্নয়ন কার্যক্রম ইত্যাদি বিষয়াদি অন্তর্ভুক্ত হলেও ইতোমধ্যে মৎস্য, পশুসম্পদ, পরিবেশ ও বন বিষয়ক পৃথক পৃথক নীতিমালা সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রণয়ন করা হয়েছে। এমতাবস্থায়, কৃষি মন্ত্রণালয় সার্বিক কৃষির সর্ববৃহৎ খাত হিসেবে ফসল সংশ্লিষ্ট যাবতীয় উন্নয়ন কর্মকান্ডের সঠিক দিক নির্দেশনামূলক একটি নীতিমালা প্রণয়ন করেছে। সংগত কারনেই এতে ফসল উৎপাদন ও বিপণন এবং উৎপাদনের চালিকাশক্তি হিসেবে ক্ষুদ্র সেচ উন্নয়ন, বীজ, সার, কৃষিঋণ বিষয়ক নীতিমালা প্রাধান্য পেয়েছে। যেহেতু, বাংলাদেশের কৃষিতে ফসল খাতই এখনও মুখ্য ভূমিকা পালন করে আসছে এবং কৃষি উন্নয়ন সম্পর্কিত যাবতীয় সরকারী কর্মকান্ডে এ খাতটি সর্বাধিক গুরুত্ব পেয়ে থাকে, সেহেতু ফসল খাতের উন্নয়ন বিষয়ক নীতিমালাকে "জাতীয় কৃষি নীতি" নামে অভিহিত করা হলো।

১.৪ বাংলাদেশে কৃষিকে লাভজনক খাত হিসেবে প্রতিষ্ঠা করতে পারলে গ্রামীণ দারিদ্র লাঘব ও সাধারণ মানুষের জীবন ধারণের মানোন্নয়ন সম্ভব হবে। এজন্যে বর্তমান কৃষি উৎপাদন ব্যবস্থাকে আরও গতিশীল এবং লাভজনক বাণিজ্যিক কৃষি হিসেবে পুনর্গঠিত ও বিকশিত করা প্রয়োজন। এই প্রেক্ষিতে একটি সুচিন্তিত, সমন্বিত ও পরিকল্পিত কার্যক্রম গ্রহণ এবং বাস্তবায়নের মাধ্যমে ফসল খাত তথা গোটা কৃষি ব্যবস্থার আধুনিকায়ন ও রূপান্তর ঘটানো জাতীয় কৃষি নীতির মূল লক্ষ্য।

১.৫ একটি কার্যকর কৃষি নীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের লক্ষ্যে কৃষি খাতে বিদ্যমান নিম্নলিখিত গুরুত্বপূর্ণ সহায়ক বিষয় এবং প্রতিবন্ধকতাসমূহ বিবেচনায় নেয়া হয়েছেঃ

- **সহায়ক বিষয়সমূহঃ**

  - কৃষি খাত মোট দেশজ উৎপাদনের একক বৃহত্তম অংশীদার।
  - ফসল উৎপাদন ব্যবস্থা অত্যন্ত শ্রমঘন এবং দেশে পর্যাপ্ত শ্রমের যোগান রয়েছে।

DOWNLOADED FROM Poribesh.com

- কৃষি খাতেই সবচেয়ে বেশী দক্ষ ও অদক্ষ শ্রমের কর্মসংস্থান হয়।
- সাধারণতঃ সারা বছরব্যাপী কৃষি উৎপাদনের জন্যে অনুকূল প্রাকৃতিক পরিবেশ বিদ্যমান।
- বিভিন্ন ফসলের ব্যাপক জীববৈচিত্র (biodiversity) বিদ্যমান।
- বিভিন্ন ফসল ও কৃষি পণ্য সামগ্রী প্রয়োজনীয় পুষ্টি উপাদান, বিশেষ করে খাদ্য শক্তি, খনিজ লবণ ও খাদ্য-প্রাণের প্রধান উৎস।
- কৃষি পণ্যের মূল্য সংযোজন অকৃষি পণ্যের তুলনায় অনেক বেশী।

❑ প্রতিবন্ধকতাসমূহ

- কৃষিকাজ প্রকৃতির ওপর নির্ভরশীল ও ঝুঁকিপূর্ণ।
- আবাদযোগ্য ভূমির প্রাপ্যতা হ্রাস।
- যথাযথ ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনার অভাব।
- কৃষিজীবি জনগণের ব্যাপক দারিদ্র্য।
- কৃষিকাজের জন্যে প্রয়োজনীয় পুঁজির অভাব।
- কৃষি পণ্য দ্রুত পচনশীল এবং ফসল তোলার পরবর্তী ক্ষয়ক্ষতি অনেক।
- কৃষকের আর্থ-সামাজিক অবস্থার সাথে সংগতিপূর্ণ লাগসই প্রযুক্তির অভাব।
- উন্নত প্রযুক্তি প্রসারে মন্থরতা এবং মাটি ও পানি সম্পদের অপরিকল্পিত ব্যবহারের কারণে বিভিন্ন ফসলের ফলনে নিম্নগতি।
- অনুন্নত বিপণন ব্যবস্থার কারণে কৃষি পণ্যের ন্যায্য মূল্য প্রাপ্তির অনশ্চিয়তা।
- কৃষি খাতে অগ্র ও পশ্চাৎমুখী সংযোগ (backward-forward linkage) অত্যন্ত দুর্বল।
- শাক-সব্জি ও ফলমূলসহ কৃষি পণ্যের পুষ্টিমান সম্পর্কে সাধারণ মানুষের সীমিত জ্ঞান।
- তৃণমূল পর্যায়ে দক্ষ ও কার্যকর কৃষক সংগঠনের অনুপস্থিতি।
- উন্নত বীজ, সার, সেচ এবং অন্যান্য উপকরণের অপ্রতুল ব্যবহার।

২. জাতীয় কৃষি নীতির উদ্দেশ্যাবলী

জাতীয় কৃষি নীতির মূল উদ্দেশ্যে হচেছ দানাদার খাদ্য উৎপাদনসহ সকল ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে জাতিকে খাদ্যে স্বনির্ভর করে তোলা এবং সবার জন্যে একটি নির্ভরযোগ্য খাদ্য নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিশ্চিত করা। জাতীয় কৃষি নীতির সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যসমূহ হচেছঃ

DOWNLOADED FROM Poribesh.com

- লাভজনক ও টেকসই কৃষি উৎপাদন ব্যবস্থা নিশ্চিত করা এবং কৃষকের প্রকৃত আয় বৃদ্ধির মাধ্যমে ক্রয়ক্ষমতা সৃষ্টি করা।
- ভূমির উৎপাদনশীলতা সংরক্ষণ ও উন্নয়ন সাধন করা।
- কোন একটি ফসলের ওপর অতিশয় নির্ভরশীলতা কমিয়ে এনে ঝুঁকি হ্রাস করা।
- খাদ্য নিরাপত্তা বিধান ও পুষ্টি উন্নয়নের লক্ষ্যে অধিক পুষ্টিমান সম্পন্ন খাদ্য সামগ্রীর উৎপাদন ও সরবরাহ বৃদ্ধি করা।
- বিভিন্ন ফসলের বিরাজমান জীববৈচিত্র সংরক্ষণ করা।
- জৈব প্রযুক্তির (Biotechnology) প্রবর্তন, ব্যবহার ও সম্প্রসারণ কার্যক্রম গ্রহণ করা।
- জৈব সারের ব্যবহার বৃদ্ধি ও সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনা (আইপিএম) জোরদারকরণের মাধ্যমে পরিবেশ সংরক্ষণ এবং পরিবেশসম্মত টেকসই কৃষি ব্যবস্থা (Environment-friendly sustainable agriculture) নিশ্চিত করার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা।
- ফসলের নিবিড়তা ও ফলন বৃদ্ধির জন্যে দক্ষ সেচ ব্যবস্থা গড়ে তোলা এবং খরার সময় সম্পূরক সেচ ব্যবহারে কৃষকদেরকে উৎসাহ প্রদান ও যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা।
- খামার ব্যবস্থা (Farming System) ভিত্তিক কৃষি উৎপাদন ও এগ্রো-ফরেষ্ট্রি কার্যক্রম জোরদারকরণের মাধ্যমে কৃষিকে বৈচিত্র্যময় ও স্থায়িত্বশীল আয়বর্ধক খাত হিসেবে গড়ে তোলা।
- প্রতিযোগিতামূলক বাজারে কৃষকদের জন্যে ন্যায্য মূল্যে কৃষি উপকরণ সরবরাহ নিশ্চিত করা এবং উপকরণ বিতরণ ব্যবস্থা বেসরকারীকরণের ফলে কৃষক পর্যায়ে উদ্ভূত সমস্যাবলী দূরীকরণের লক্ষ্যে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা।
- কৃষি পণ্যের ন্যায্য মূল্য নিশ্চিত করার লক্ষ্যে কৃষি বিপণন ব্যবস্থার উন্নয়ন সাধন করা।
- সময়মত কৃষি ঋণ প্রাপ্তি নিশ্চত করার লক্ষ্যে ঋণদানের জন্যে কার্যকর প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থার প্রবর্তন করা।
- শিল্পখাতের জন্যে সহায়ক ফসল ও অন্যান্য কৃষি পণ্য উৎপাদন ও সরবরাহ করা।
- কৃষি পণ্যের আমদানি হ্রাস এবং রফতানী বৃদ্ধির নতুন নতুন সুযোগ সৃষ্টি করা।
- কৃষি পণ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ ও কৃষিনির্ভর নতুন শিল্প স্থাপনের সুযোগ সৃষ্টি করা।
- প্রান্তিক, ক্ষুদ্র ও বর্গা চাষীদের স্বার্থ সংরক্ষণ করা।
- বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা (World Trade Organization ev WTO) এর কৃষি চুক্তি, সাফটা ও অন্যান্য আন্তর্জাতিক চুক্তির আলোকে জাতীয় স্বার্থ অক্ষুন্ন রেখে কৃষি ব্যবস্থাকে যুগোপযোগী করে তোলা।
- প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবেলার জন্যে আপৎকালীন ব্যবস্থাপনা গড়ে তোলা।

DOWNLOADED FROM Poribesh.com

৩. ফসল উৎপাদন নীতি

৩.১ খাদ্যশস্য উৎপাদন, বিশেষতঃ ধান উৎপাদন নির্ভর নিবিড় চাষ পদ্ধতি আপাতদৃষ্টিতে কৃষকের জন্যে লাভজনক মনে হলেও কৃষি জমির উৎপাদনশীলতা সংরক্ষণের দৃষ্টিকোন থেকে এ পদ্ধতি ক্ষতিকর প্রতিপন্ন হয়েছে। বর্তমানে বাংলাদেশে আবাদকৃত কৃষি জমির প্রায় শতকরা ৭৫ ভাগে ধান উৎপাদন করা হয়। ভুমি ব্যবহারের দিক থেকে অন্যান্য প্রধান ফসলগুলো হচেছ ডাল (৪.৬৪%, গম (৩.৯২%) তৈলবীজ (৩.৭৭%), পাট (৩.৭১%), ইক্ষু (১.২৩%) আলু (১.১১%), ফল (০.৮৪%) এবং সব্জী (১.৩৯%)। এক-ফসল নির্ভর উৎপাদন নীতি কোনভাবেই বিজ্ঞানসম্মত বা অর্থনীতির দৃষ্টিকোণ থেকে সমর্থনযোগ্য নয়। সংগত কারণেই অন্যান্য ফসলের আবাদ ও উৎপাদন বাড়ানো দরকার। তবে খাদ্যশস্যের ক্রমবর্ধমান চাহিদা বিবেচনায় রেখে এবং খাদ্য নিরাপত্তা ও নিশ্চিতকল্পে দানাদার খাদ্য উৎপাদন কার্যক্রমে ধানের প্রাধান্য অব্যাহত রাখা হবে। ধান উৎপাদন বৃদ্ধির জন্যে অধিকহারে উচচ ফলনশীল জাতের বীজসহ আধুনিক প্রযুক্তি এবং উন্নত চাষাবাদ পদ্ধতি ব্যবহার করে হেক্টর প্রতি ফলন বাড়ানোর সহায়ক কর্মসূচী গ্রহণ করা হবে।

৩.২ বাংলাদেশে নীট আবাদী জমির মাত্র ৪.১৪% আবাদযোগ্য পতিত, অর্থাৎ এদেশে আবাদী জমির পরিমান বাড়ানো প্রায় অসম্ভব। বর্তমানে বাংলাদেশে ফসলের নিবিড়তা প্রায় ১৮৫%। সুতরাং কৃষি উৎপাদন বাড়াতে হলে অবশ্যই একই সাথে চাষের নিবিড়তা ও ফসলের ফলন দুটোই বাড়াতে হবে। এ ব্যাপারে সরকারের গৃহীত নীতি হচেছঃ

- ফলন বৃদ্ধির লক্ষ্যে জমিতে কেবল একক ফসল (single cropping) না করে আন্তঃফসল (inter-cropping) উৎপাদনের সহায়ক কার্যক্রম হাতে নেয়া হবে।

- বর্তমান উৎপাদন উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধির লক্ষ্যে ফসলের সম্ভাবনাময় ফলন (potential yield) ও কৃষক পর্যায়ে প্রকৃত ফলন (farmers' yield) এ দুটোর মধ্যে বিদ্যমান ব্যবধান কমিয়ে আনার ব্যবস্থা নেয়া হবে।

৩.৩ শস্য বহুমুখীকরণ কর্মসূচী ফসল উৎপাদন নীতির একটি অন্যতম উপাদান। ফসল খাতের সার্বিক উন্নয়নের জন্যে ফসল উৎপাদন নীতির আওতায় শস্য বহুমুখীকরণ কার্যক্রম বিশেষ অগ্রাধিকার পাবে। এ ব্যাপারে সরকারের নীতি নিম্নরূপঃ

- গম আবাদের জমির পরিমাণ ইতোমধ্যে ০.৮০ মিলিয়ন হেক্টরে উন্নীত হয়েছে। গমের এলাকা বাড়ানোর আরও সম্ভাবনা রয়েছে এবং সে লক্ষ্যে কৃষকদের উৎসাহিত করার প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখা হাবে।

- বিগত দু' বছরে ভূট্টার উৎপাদন বৃদ্ধিতে আশানুরূপ ফল পাওয়া গেছে। হাঁস-মুরগীর খাবারের পাশাপাশি বর্তমানে মনুষ্য খাবার হিসেবেও ভূট্টা জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে। কৃষকদের ভূট্টা আবাদে উৎসাহিত করার লক্ষ্যে ধান ও গমের অনুরূপ সরকারী পর্যায়ে ভূট্টার সংগ্রহ প্রথা চালু করা হয়েছে। ভূট্টার এলাকা ও উৎপাদন বৃদ্ধির চলমান প্রচেষ্টা জোরদার করা হবে।

- শস্য বহুমুখীকরণ কর্মসূচীর আওতায় অন্যান্য ফসল, যথাঃ আলু, ডাল, তৈলবীজ, শাক-সব্জি, ফল-মূল ও মশলা ফসলের আবাদ এবং উৎপাদন বৃদ্ধির ব্যবস্থা ক্রমান্বয়ে সম্প্রসারিত করা হবে।

DOWNLOADED FROM Poribesh.com

- পাট, তুলাসহ বিভিন্ন অর্থকরী ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধি ও বহুমুখী ব্যবহার সম্প্রসারিত করা হবে।

- দেশের উপকূলীয় এলাকাসমূহ এবং পার্বত্য অঞ্চলের উপযোগী সম্ভাবনাময় ফসল উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিশেষ উন্নয়ন কার্যক্রম হাতে নেয়া হবে।

৩.৪ প্রকৃতপক্ষে, ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধি উন্নতমানের বীজ, দক্ষ সেচ ব্যবস্থাপনা, সুষম সারের ব্যবহার এবং সময়মত কৃষি ঋণ প্রাপ্যতার ওপর নির্ভরশীল। মুক্তবাজার অর্থনৈতিক ব্যবস্থার আলোকে কৃষি উপকরণ সরবরাহের গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রমটি ইতোমধ্যে অনেকাংশে বেসরকারী খাতে স্থানান্তরিত হয়েছে। এর ফলে সাধারণভাবে সুফল পাওয়া গেলেও কোন কোন ক্ষেত্রে, যেমন সেচযন্ত্র এবং সারের বিপণন ও বিতরণ ব্যবস্থায় বেশ কিছুটা অদক্ষতা পরিলক্ষিত হয়েছে। কৃষির অন্যতম প্রধান উপকরণ সার বেসরকারী খাতে হস্তান্তরের ফলে সারের অপ্রাপ্যতা, মূল্য বৃদ্ধি, কালোবাজারী এবং গুণগতমানের অভিযোগ উঠেছে। এমতাবস্থায়, সরকারের পদক্ষেপগুলো হবে নিম্নরূপঃ

- কৃষকের চাহিদার নিরিখে কৃষি উপকরণ, বিশেষ করে সেচযন্ত্র, সার, বীজ ও কৃষিঋণ সরবরাহ ব্যবস্থাকে সুসংহত করে গড়ে তোলা হবে।বসরকারী খাতের দায়িত্ব ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট আইনের কাঠামো এবং তার প্রয়োগ জোরদার করা হবে।

৩.৫ প্রতি বছর বাংলাদেশের খরাপীড়িত এলাকায় জমির আর্দ্রতা সঠিক পর্যায়ে না থাকার কারণে ফসল উৎপাদন, বিশেষ করে আমন ফসল ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এ সমস্যা মোকাবেলার জন্যে গৃহীত নীতি হচ্ছেঃ

- অতি তীব্র খরা এবং তীব্র খরা পীড়িত এলাকায় সম্পূরক সেচের ব্যবস্থা নিশ্চিত করা হবে।
- প্রযুক্তিগত ও অর্থনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে পার্বত্য এলাকাসহ দেশের কোন অঞ্চলে কোন ফসলের জন্যে সর্বাধিক উপযোগী ও লাভজনক তা সনাক্ত করে ফসল উৎপাদনের উপযুক্ত কৌশল নির্ধারণ করা হবে।

- যথাযথ প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে বিভিন্ন ফসল তোলার পরবর্তী ক্ষয়ক্ষতি ও অপচয় রোধ করার ব্যবস্থা নেয়া হবে।

৩.৬ কৃষি উৎপাদন অত্যন্ত ব্যয়বহুল ও ঝুঁকিপূর্ণ, যার ফলে অনেক ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত পর্যায়ে প্রয়োজনীয় শ্রম ও পুঁজির অভাবে লাভজনকভাবে ফসলের আবাদ করা সম্ভব হয়ে উঠে না। তাই পর্যাপ্ত শ্রম ও পুঁজির সংস্থান করে অধিকতর উৎপাদন, আয় ও সমতার লক্ষ্যে স্বপ্রণোদিত সমবায়ভিত্তিক উৎপাদন ও কৃষি পণ্য বিপণনের উদ্যোগকে উৎসাহ প্রদান করা হবে।

৪. বীজ

৪.১ বর্তমানে বিভিন্ন ফসলের জন্যে প্রয়োজনীয় মানসম্পন্ন বীজের সামান্য অংশই বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি) এর ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে সরবরাহ করা হয়। বাকী বীজ বেসরকারী ব্যবস্থাপনায় বিশেষ করে কৃষক পর্যায়ে উৎপাদিত, সংরক্ষিত ও ব্যবহৃত হয়ে আসছে। বেসরকারী খাতে বীজ শিল্পের উন্নয়নের লক্ষ্যে ইতোমধ্যে সরকার কর্তৃক জাতীয় বীজ নীতি ঘোষণা করা হয়েছে। জাতীয় বীজ নীতির আওতায় সরকার ১৯৭৭ সনে প্রবর্তিত বীজ আইনের সংশোধন করেছে এবং

DOWNLOADED FROM Poribesh.com

১৯৯৭ সনে সংশোধিত আইনের আলোকে বীজ বিধিমালাও প্রণীত হয়েছে। এ ব্যাপারে সরকার নিম্নোক্ত নীতিসমূহ অনুসরণ করবেঃ

- প্রচলিত বীজ আইন ও বীজ বিধিমালার আলোকে সরকারী খাতের পাশাপাশি বেসরকারী খাতকেও বীজ উৎপাদন, আমদানি ও বাজারজাত করার যে সুযোগ দেয়া হয়েছে তা অব্যাহত থাকবে।

- বীজের সর্বোচচ মান বজায় রাখতে বীজের পরিচর্যা, নির্দিষ্ট আর্দ্রতার মানে বীজ সংরক্ষণ এবং সংরক্ষণাগারের ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি বিষয়ে বেসরকারী কারিগরী দক্ষতা বৃদ্ধির ব্যবস্থা করা হবে।

- বীজ উন্নয়ন ও সংরক্ষণে বেসরকারী খাতের অংশগ্রহণ উৎসাহিত করার লক্ষ্যে সহায়ক নীতি প্রণয়ন, কারিগরী সহায়তা, প্রশিক্ষণ ইত্যাদি কার্যক্রম জোরদার করা হবে।

- প্রচলিত শিল্প নীতিতে প্রযুক্তিভিত্তিক বীজ উৎপাদন, বীজ-বর্ধন (seed multiplication) ও সংশ্লিষ্ট খামারভিত্তিক কার্যক্রমকে শিল্প হিসেবে গণ্য করা হয়েছে। বীজ শিল্প বিকাশের জন্যে এই নীতি অব্যাহত থাকবে এবং যথাযথ সরকারী সহায়তা দেয়া হবে।

- সরকারী ও বেসরকারী খাতের বীজ উৎপাদন ও বিপণন ব্যবস্থা ছাড়াও সরকার কর্তৃক প্রবর্তিত কৃষক পর্যায়ে বীজ উৎপাদন ও সংরক্ষণ নীতি অব্যাহত থাকবে, যাতে করে কৃষকরা সহজেই উন্নতমানের বীজ ব্যবহার করতে পারে। এ লক্ষ্যে সরকার ইতোমধ্যেই বিএডিসি'র কার্যক্রম জোরদার করার উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। পঞ্চম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা মেয়াদে বিএডিসি'র বীজ বিতরণ কার্যক্রম মোট চাহিদার দশ শতাংশে উন্নীতকরণের যথাযথ পদক্ষেপ নেয়া হবে।

- প্রাকৃতিক দুর্যোগ বা অন্য কোন দুর্বিপাকের সময় প্রধান প্রধান ফসলের বীজের স্বাভাবিক সরবরাহ নিশ্চিতকল্পে ইতোমধ্যে চালুকৃত বাফার ষ্টক প্রথা অব্যাহত রাখা হবে।

- ধানের উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে বেসরকারী খাতকে হাইব্রিড বীজ আমদানীর জন্যে ইতোমধ্যে শর্তসাপেক্ষে যে সুযোগ দেয়া হয়েছে, প্রাপ্ত ফলাফলের ভিত্তিতে বিচার বিশ্লেষণপূর্বক তা আরো সুসংহত করা হবে। তবে, বেসরকারী খাত যাতে দেশে হাইব্রিড ধানের বীজ উৎপাদন করে কৃষকের জন্যে অধিক ফলন ও আর্থিক সুফল নিশ্চিত করতে পারে সেদিকেও লক্ষ্য রাখা হবে।

- বর্তমানে বীজ প্রত্যয়নের কর্তৃত্বপ্রাপ্ত একমাত্র প্রতিষ্ঠান হচেছ বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী। মানসম্পন্ন বীজের সরবরাহ বৃদ্ধির লক্ষ্যে বীজ উৎপাদন কার্যক্রমে অংশগ্রহণকারী সরকারী খাতের পাশাপাশি বেসরকারী প্রতিষ্ঠানকে তাদের উৎপাদিত "বিশ্বস্তভাবে মান ঘোষিত বীজ" (truthfully labelled seeds) বিপণনের সুযোগ দেয়া হবে। তবে এক্ষেত্রে ঐ সব প্রতিষ্ঠান কর্তৃক স্ব স্ব বীজের মোড়কীকরণ ও প্রত্যয়নের সমগ্র কার্যক্রমটি পরিবীক্ষণ করার আইনসম্মত কর্তৃত্ব এবং দায়িত্ব বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীর ওপরই থাকবে। বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীকে (International Seed Testing Association (ISTA) এর সদস্যভুক্ত করে আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন বীজ রপ্তানীর সুযোগ সৃষ্টি করা হবে।

DOWNLOADED FROM Poribesh.com

৫. সার

৫.১ ফসল উৎপান বৃদ্ধির জন্য রাসায়নিক সার একটি অন্যতম প্রধান উপকরণ। আধুনিক কৃষি ব্যবস্থার সম্প্রসারণ ও চাষের নিবিড়তা বৃদ্ধির সাথে সারের চাহিদাও বৃদ্ধি পাচেছ। সুতরাং চাহিদার সাথে সামঞ্জস্য রেখে সারের সরবরাহ এবং প্রাপ্যতা নিশ্চিত করা প্রয়োজন। রাসায়নিক সারের সুষম ব্যবহার না হওয়ার ফলে একদিকে যেমন জমির উর্বরা শক্তি হ্রাস পাচেছ, অন্যদিকে ফসল উৎপাদনের ক্ষেত্রে সম্ভাবনাময় ফলন (potential yield) অর্জন করা সম্ভব হচেছ না। এ প্রসংগে অতীব গুরুত্বপূর্ণ কাজ হবে এমন নীতিমালার প্রবর্তন ও বাস্তবায়ন করা, যাতে একদিকে কৃষকদের সুষম সার ব্যবহার বাড়ানোর সুযোগ থাকে, আবার অন্যদিকে মাটির উর্বরতা শক্তি বিনষ্ট না হয়। সার ব্যবহারের ক্ষেত্রে তাৎক্ষণিক ফলন বৃদ্ধি অপেক্ষা দীর্ঘ মেয়াদে ভূমির উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধি ও তা সংরক্ষণ করার বিষয়টি প্রাধান্য পাবে। সার ব্যবস্থাপনা জোরদার করার লক্ষ্যে ইতোমধ্যে গৃহীত নিম্নোক্ত পদক্ষেপসমূহ অব্যাহত থাকবেঃ

- প্রয়োজনের অতিরিক্ত ইউরিয়া সারের ব্যবহার হ্রাস করার লক্ষ্যে সরকার ইতোমধ্যে গুটি ইউরিয়া সারের ব্যবহার সম্প্রসারিত করার জন্যে যে পদক্ষেপ নিয়েছে তা আরও জোরদার করা হবে।

- মিশ্র-সারের (blended fertilizer) ব্যবহার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সরকার পাঁচটি গ্রেডের যে বিনির্দেশ জারী করেছে তা অব্যাহত থাকবে।

- কৃষক পর্যায়ে সারের গুণগতমান নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট আইন-কানুন প্রয়োগের ব্যবস্থা জোরদার করা হবে।

- সুষম সার ব্যবহারে কৃষকদের উৎসাহিত করার জন্য যথোপযুক্ত প্রশিক্ষণ, প্রদর্শন, প্রচার, ইত্যাদি কার্যক্রমের আরও সম্প্রসারণ ঘটানো হবে।

- ফসল উৎপাদনে জৈব ও বীজানু সার ব্যবহার এবং কম্পোষ্ট তৈরী ও ব্যবহার উৎসাহিত করা হবে। প্রাকৃতিকভাবে মাটির পুষ্টি উপাদানসমূহের ভারসাম্য রক্ষার জন্যে কৃষকরা যাতে উপযুক্ত ফসলক্রম (cropping pattern) অনুসরণ করতে পারে সেই লক্ষ্যে কৃষক পর্যায়ে সম্প্রসারণ, প্রশিক্ষণ, অনুপ্রাণিতকরণ ইত্যাদি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

- মাটি ও পরিবেশের জন্যে ক্ষতিকর যে কোন সারের উৎপাদন, আমদানি, বিক্রয় ও বিতরণ নিষিদ্ধ করা হবে।
- বেসরকারী খাতে সার বিতরণ ব্যবস্থা অব্যাহত থাকবে। তবে বিভিন্ন সারের সময়মত সরবরাহ ও প্রাপ্যতা নিশ্চিত করার জন্যে প্রয়োজনবোধে সরকারী পর্যায়ে সার আমদানি করা হবে।

- সময়মত চাহিদা অনুযায়ী কৃষক পর্যায়ে সার বিতরণ ব্যবস্থা মনিটরিং এর জন্যে জেলা ও থানা পর্যায়ে যে কমিটি সরকার কর্তৃক গঠন করা হয়েছে তা অব্যাহত থাকবে।

- বর্তমানে প্রচলিত সারের বাফার ষ্টক প্রথা অব্যাহত থাকবে।

DOWNLOADED FROM Poribesh.com

- ফসফেটিক ও পটাশ সার এবং বিভিন্ন মাইক্রো-নিউট্রেয়েন্ট এর ব্যবহার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সরকার বাস্তব পদক্ষেপ গ্রহণ করবে। এ লক্ষ্যে ইতোমধ্যে সরকার কর্তৃক প্রবর্তিত (DAP, Diamonium Phosphate) সারের ব্যবহার উৎসাহিত করা হবে।

- মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনষ্টিটিউটকে শক্তিশালী করে মৃত্তিকা ও কৃষি পরিবেশ অঞ্চল (Agroecological Zone ev AEZ) ভিত্তিক পঞ্চ বার্ষিক অনুক্রমে মৃত্তিকা পরীক্ষার কার্যক্রম শুরু করা হবে। এ ছাড়া মাটির গুণগতমান বৃদ্ধিকল্পে ইতোমধ্যে প্রবর্তিত "সয়েল হেল্‌থ কার্ড" এর ব্যবহার সম্প্রসারণ করা হবে।

৬. ক্ষুদ্র সেচ

৬.১ খাদ্যশস্য ও অন্যান্য ফসলের উৎপাদন এবং ফলন বৃদ্ধির জন্য সেচ হচ্ছে অন্যতম প্রধান উপকরণ। মোট সেচকৃত জমির শতকরা ৯০ ভাগই ক্ষুদ্র সেচের আওতাধীন। ফসল উৎপাদনের নিবিড়তা ও ফলনের হার ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধির জন্যে সুপরিকল্পিত সেচ ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম গ্রহণ করা প্রয়োজন। এজন্যে জাতীয় কৃষি নীতিতে উন্নত সেচ ব্যবস্থাপনার অংশ হিসেবে ক্ষুদ্র সেচ উন্নয়নের ওপর সবিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে।

৬.২ সেচযন্ত্রের উদার আমদানি, সেচ কার্যক্রম বেসরকারী পর্যায়ে হস্তান্তর এবং সেচযন্ত্র স্থাপনের স্থান নির্বাচন ও সেচ যন্ত্রের মান নির্ধারণ বিষয়ক বিধি নিষেধ (siting restriction and standardization of irrigation equipment) প্রত্যাহারের ফলে দেশে ক্ষুদ্র সেচযন্ত্রের সংখ্যা ও সেচের আওতায় জমির পরিমান উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে, যা খাদ্যশস্য, বিশেষ করে ধান ও গমের উৎপাদন বৃদ্ধিতে অত্যন্ত সহায়ক হয়েছে। তবে, সেচের প্রসার ঘটেছে প্রধানতঃ ভূগর্ভস্থ পানি সেচ প্রযুক্তি অর্থাৎ অগভীর নলকূপ দ্বারা; গভীর নলকূপ চালিত সেচ সাম্প্রতিক বছরগুলোতে তেমন বাড়েনি। ভূপরিস্থ পানি নির্ভর সেচের যথেষ্ট সম্ভাবনা থাকলেও তা প্রসার লাভ করেনি। সেচযন্ত্র স্থাপনের স্থান নির্বাচন বিষয়ক বিধি-নিষেধ প্রত্যাহারের ফলে সেচের ওপর বেশ কিছু বিরূপ প্রভাবও পড়েছে। যেমন, কোন কোন এলাকায় কারিগরী দিক থেকে প্রয়োজনের অতিরিক্ত ও অনুপযুক্ত সেচযন্ত্র স্থাপনের ফলে ভূগর্ভস্থ পানির স্তরে অতিরিক্ত চাপ সৃষ্টি হচ্ছে, এমনকি কোথাও কোথাও সেচের পানির প্রাপ্যতা হ্রাস পাচ্ছে। এতে সেচযন্ত্রের কাম্য ব্যবহার হচ্ছে না এবং কৃষকদের সেচ কার্যক্রমের ব্যয় তথা উৎপাদন ব্যয় বৃদ্ধি পাচ্ছে। এ প্রেক্ষিতে জাতীয় পানি নীতি এবং পানি সম্পদ উন্নয়ন পরিকল্পনার সাথে সংগতি রেখে ক্ষুদ্র সেচ ব্যবস্থা উন্নয়ন ও সম্প্রসারণের কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে।

৬.৩ সেচ কার্যক্রম বেসরকারী পর্যায়ে স্থানান্তরিত হলেও সেচ ব্যবস্থাপনার দক্ষতা বৃদ্ধি করার যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ সরকারের ওপরই বর্তায়। এই প্রেক্ষিতে কৃষি নীতির আওতায় ক্ষুদ্র সেচ ব্যবস্থাপনার মূল লক্ষ্য হবে পরিবেশ সংরক্ষণের মাধ্যমে দেশের ভূগর্ভস্থ ও ভূপরিস্থ পানির সুপরিকল্পিত ব্যবহার নিশ্চিত করে ফসল উৎপাদনে নিবিড়তা ও ফলন বৃদ্ধি করা। এ লক্ষ্য সাধনে ভূপরিস্থ ও ভূগর্ভস্থ সেচ কর্মকান্ডে নিয়োজিত সংস্থাসমূহের কার্যক্রম জাতীয় পর্যায়ে সমন্বয় করা হবে। সেচ ব্যবস্থাপনা জোরদার করার লক্ষ্যে বিশেষভাবে নিম্নলিখিত পদক্ষেপগুলো গ্রহণ করা হবেঃ

DOWNLOADED FROM Poribesh.com

- বর্তমানে সেচকৃত এলাকায় সেচ দক্ষতা বৃদ্ধি, লাগসই প্রযুক্তির ব্যবহার, সেচ এলাকা বৃদ্ধি ও উন্নতমানের সেচ ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে সেচের খরচ কমানোর প্রচেষ্টা নেয়া হবে।

- সেচ সুবিধা সম্প্রসারণের লক্ষ্যে সেচ যন্ত্রপাতির উদার আমদানি নীতি অব্যাহত রাখা হবে। সেচ যন্ত্রের বাজারে প্রতিযোগিতা সৃষ্টির মাধ্যমে বেসরকারী পর্যায়ে সেচ কর্মসূচী বাস্তবায়নের অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি এবং সেচ যন্ত্রের মূল্য তুলনামূলক কমিয়ে আনা হবে।

- সার্বিক সেচ ব্যবস্থাপনার দক্ষতা বৃদ্ধিকল্পে জাতীয় পানি সম্পদ উন্নয়ন পরিকল্পনার সাথে সংগতি রেখে কৃষকের ব্যবহারিক জ্ঞান বাড়ানোর কর্মসূচী গ্রহণ করা হবে।

- সেচ কাজের জন্যে ভূপরিস্থ পানি সম্পদ ব্যবহারকে অগ্রাধিকার দেয়া হবে এবং এজন্যে লাগসই প্রযুক্তির ব্যবহার সম্প্রসারিত ও সুসংহত করার উপযুক্ত কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে। জাতীয় পানি নীতি এবং পানি সম্পদ উন্নয়ন পরিকল্পনার সাথে সংগতি রেখে ভূপরিস্থ ও ভূগর্ভস্থ পানির সংযুক্ত ব্যবহারের (conjunctive use) ওপর জোর দেয়া হবে।

- খাল, বিল ও ছোট নদীর পানি ধরে রাখার জন্যে অবকাঠামো নির্মাণ করে অধিক ক্ষমতাসম্পন্ন যান্ত্রিক পাম্পের সাহায্যে সেচ পানির প্রাপ্যতা বৃদ্ধির ব্যবস্থা গ্রহন করা হবে। তাছাড়া পলি জমে ভরাট হয়ে যাওয়া ছোট ছোট নদী, খাল, দীঘি, মজা পুকুর সংস্কার ও পূনঃখনন করে পানির প্রবাহ বৃদ্ধির মাধ্যমে সেচ সুবিধা সম্প্রসারণ করা হবে। এরূপ জলাধারে মাছ চাষ এবং খালের দু'ধারে বৃক্ষরোপণ করা হবে।

- বিদ্যুৎ চালিত সেচের খরচ কম এবং দক্ষতা সাধারণতঃ বেশি বিধায় সেচযন্ত্রে বিদ্যুৎ সংযোগ ও সরবরাহের ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার নিশ্চিত করা হবে।

- অতি তীব্র এবং তীব্র খরা পীড়িত এলাকায় রোপা আমন মৌসুমে সম্পূরক সেচ ব্যবস্থা জোরদার করার লক্ষ্যে সরকার কর্তৃক গৃহীত সিদ্ধান্ত অব্যাহত থাকবে এবং সেচযন্ত্রে বিদ্যুৎ পুনঃসংযোগসহ কারিগরী ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করা হবে।

- সেচ ব্যবস্থা উন্নয়নের জন্যে এলাকভিত্তিক বিশেষ কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে। ভূপরিস্থ ও ভূগর্ভস্থ পানির প্রাপ্যতা অনুযায়ী কৌশল নির্ধারণ করে তদানুযায়ী সেচ কর্মসূচী গ্রহণ করা হবে। বৃষ্টির পানি ধরে রেখে তা সেচ কার্যে ব্যবহারের উদ্দেশ্যে কৃষকদের উদ্বুদ্ধকরণসহ বৃষ্টি নির্ভর চাষাবাদ কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে। উপকূলীয় অঞ্চলে জলাধার নির্মাণ করতঃ জোয়ারের পানি ধরে রেখে যান্ত্রিক সেচের সুবিধা বাড়ানোর জন্যে প্রকল্প গ্রহন করা হবে। এ ক্ষেত্রে স্থানীয় সেচ সুবিধাভোগী জনগণের প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণমূলক কর্মসূচী গ্রহণ করা হবে।

- অনুন্নত এবং অনগ্রসরমান এলাকায় প্রাথমিকভাবে সরকারী ব্যবস্থাপনায় সেচ কর্মসূচী গ্রহণ করা হবে। পর্যায়ক্রমে সেচ সম্প্রসারণের উপায় উদ্ভাবন ও লাগসই প্রযুক্তির সেচযন্ত্র স্থাপন এবং বিপণনের জন্যে বেসরকারী উদ্যোগকে উৎসাহিত ও প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান করা হবে।

DOWNLOADED FROM Poribesh.com

- স্থানীয় পর্যায়ে সেচ যন্ত্র মেরামতের সুযোগ-সুবিধা সম্প্রসারণের জন্যে বেসরকারী উদ্যোগকে আরও উৎসাহিত করা হবে। এ লক্ষ্যে স্থানীয় পর্যায়ে মেকানিক্স সার্ভিস প্রসারের জন্যে ঋণ প্রদানসহ কারিগরী দক্ষতা অর্জন ও তা বৃদ্ধির জন্যে বিশেষ কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে।

- সেচ ব্যবস্থার দক্ষতা বৃদ্ধি করে সেচের পানির অপচয় রোধ এবং প্রতি সেচ যন্ত্রের আওতায় সেচ এলাকা বৃদ্ধির জন্যে কৃষকদের প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ ও কারিগরী সহায়তা প্রদান করা হবে।

- সেচের পানির সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করার জন্যে উপযুক্ত ফসলক্রম প্রণয়ন করে শস্য বহুমুখীকরণ কার্যক্রমের মাধ্যমে ফসল উৎপাদনের নিবিড়তা বৃদ্ধি করা হবে। শস্যে বহুমুখীকরণ কর্মসুচীর আওতায় বিভিন্ন ফসলের জন্যে উপযুক্ত সেচ পদ্ধতি প্রচলন করে কৃষকদেরকে উদ্বুদ্ধ করা হবে।

- সেচ ব্যবস্থা নিয়মিত মনিটর করা হবে এবং প্রয়োজনীয় উপাত্ত সংগ্রহ ও বিশ্লেষণের মাধ্যমে পরিস্থিতির উন্নয়নের জন্যে দিক নির্দেশনা প্রদান করা হবে। সেচযন্ত্রে বিনিয়োগকারী কৃষক ও ব্যবসায়ীদের নিকট সেচ সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় তথ্য নিয়মিত সরবরাহের ব্যবস্থা করা হবে।

- ভূগর্ভস্থ পানির স্তরের ওঠানামা ক্ষুদ্র সেচ ব্যবস্থার ওপর কি ধরনের প্রভাব ফেলছে বা ভবিষ্যতে তা সেচ ব্যবস্থাকে কিভাবে প্রভাবিত করতে পারে তা সুষ্ঠুভাবে মনিটরিং এর জন্যে সংশ্লিষ্ট সহযোগী সংস্থার সাথে সমন্বিত পদক্ষেপ নেয়া হবে।

- সেচযন্ত্র স্থাপনের জন্যে স্থান নির্বাচন ও মান নির্ধারণ বিষয়ক বিধি নিষেধ তুলে দেয়ার ফলে সৃষ্ট বিরূপ প্রতিক্রিয়া নিরসনকল্পে সেচ কর্মকান্ডের কারিগরী ও আর্থিক দিক সম্পর্কে কৃষকদের সচেতনতা বৃদ্ধি ও সঠিক উপদেশ প্রদানের ব্যবস্থা নেয়া হবে।

- সেচের জন্যে পানির প্রাপ্যতা, সেচ প্রযুক্তির ব্যবহার ও তার প্রভাব ইত্যাদি বিষয়ে বর্তমান অবস্থা নির্ধারণ ও ভবিষ্যত কর্মসূচী গ্রহণের লক্ষ্যে সেচ ব্যবস্থা, পানি সম্পদ এবং সেচ প্রযুক্তির ওপর গবেষণা জোরদার করা হবে।

- বারমাসি পাহাড়ী ছড়ায় বাঁধ দিয়ে জলাধার তৈরী করে সেগুলো সেচ ও মৎস্য চাষে ব্যবহারের জন্যে উপযুক্ত অবকাঠামো নির্মাণ করা হবে।

৭. বালাই ব্যবস্থাপনা

৭.১ সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনা (আইপিএম) হবে রোগ বালাই দমনের মূল নীতি। কৃষি নীতির আওতায় বালাই দমনের জন্যে নিম্নলিখিত কার্যক্রমের ওপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করা হবেঃ

- ক্রমবর্ধিত হারে বালাই প্রতিরোধী ফসলের জাত ব্যবহারে কৃষকদেরকে উদ্বুদ্ধ করা হবে। আধুনিক চাষাবাদ পদ্ধতি অবলম্বন করা হবে, যাতে করে ফসলে রোগ বালাই এর প্রকোপ কম হয়।

DOWNLOADED FROM Poribesh.com

- যান্ত্রিক উপায়ে পোকামাকড় দমন অর্থাৎ আলোর ফাঁদ, হাতজাল ইত্যাদি পদ্ধতির ব্যবহার বৃদ্ধি ও জনপ্রিয় করে তোলা হবে। জৈবিক দমন পদ্ধতি অবলম্বন করে ক্ষতিকর পোকা মাকড় দমন এবং উপকারী পোকা মাকড় সংরক্ষণ করা হবে।

- কৃষক পর্যায়ে সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির সাফল্যজনক প্রচলন এবং জনপ্রিয়করণের লক্ষ্যে ইউনিয়ন কৃষি উন্নয়ন কমিটির তত্ত্বাবধানে সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনা বিষয়ক নিয়মিত প্রশিক্ষণ ও কৃষকদের মধ্যে মতবিনিময় কার্যক্রম পরিচালনা করা হবে।

- বালাই ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত সার্ভেইল্যান্স ও মনিটরিং কার্যক্রম জোরদার করা হবে।

৭.২ সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনার প্রয়োগ দ্বারা যেসব ক্ষেত্রে রোগ বালাই দমন সম্ভব হবে না কেবলমাত্র সে সব ক্ষেত্রেই রাসায়নিক বালাইনাশক ঔষধ ব্যবহার করা হবে। রাসায়নিক বালাইনাশক বিতরণ ও ব্যবহারের ক্ষেত্রে বর্তমান বিধি বিধানের আওতায় যে সমস্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে তা নিম্নে উল্লেখ করা হলোঃ

- মানব, মৎস্য এবং পশু-পাখির স্বাস্থ্যের জন্যে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে ক্ষতিকর কোন রাসায়নিক বালাইনাশকের উৎপাদন, আমদানি, বিতরণ কিংবা ব্যবহার নিষিদ্ধ করা হবে।
- প্রাকৃতিক পরিবেশের জন্যে ক্ষতিকর রাসায়নিক বালাইনাশকের ব্যবহার নিরুৎসাহিত এবং পর্যায়ক্রমে তা নিষিদ্ধ করা হবে।
- জাতীয় পর্যায়ে বালাইনাশক ঔষধ অনুমোদনের কার্যক্রম অব্যাহত থাকবে এবং অনুমোদিত বালাইনাশকের কার্যকারিতা পরীক্ষাসহ এর মনিটরিং কার্যক্রম জোরদার করা হবে।

৮. কৃষি যান্ত্রিকীকরণ

৮.১ পশু শক্তির চরম ঘাটতির প্রেক্ষাপটে কৃষি পণ্য উৎপাদনে যন্ত্রশক্তি ব্যবহারের প্রয়োজনীয়তা বিশেষভাবে অনুভূত হচ্ছে। কৃষি উন্নয়নের জন্যে যান্ত্রিকীকরণের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য বিধায় সরকার বিষয়টির প্রতি বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করেছে। ইতোমধ্যে কৃষি ক্ষেত্রে যন্ত্রশক্তি ব্যবহার বৃদ্ধিকে উৎসাহ ও সুবিধা প্রদানের উদ্দেশ্যে মুক্ত বিপণন ব্যবস্থায় টেষ্টিং এবং ষ্ট্যান্ডার্ডাইজেশন প্রথা বিলোপ করা হয়েছে। এর ফলে কৃষি যন্ত্রপাতি ব্যবহারের সংখ্যা উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পেয়েছে এবং ভবিষ্যতে আরও বৃদ্ধি পাওয়ার সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়েছে। কৃষি যান্ত্রিকীকরণের চলমান ধারাকে দ্রুততর করার লক্ষ্যে ইতোমধ্যে শুল্ক রেয়াতসহ বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা প্রদান করা হয়েছে। এ ব্যবস্থা অব্যাহত থাকবে।

৮.২ কৃষি যান্ত্রিকীকরণ ত্বরান্বিত করতে নিম্নেবর্ণিত পদক্ষেপগুলো গ্রহণ করা হবেঃ

- দেশের কোন অঞ্চলে কোন ধরণের কৃষি যন্ত্রপাতি ব্যবহৃত হবে বা কোন পর্যায়ে যান্ত্রিকীকরণ গ্রহণ করা হবে তা সেই অঞ্চলের মানুষের আর্থ-সামাজিক অবস্থা, হালের গরুর সংখ্যা, গুণগতমান এবং কৃষি শ্রমিকের প্রাপ্যতার ওপর নির্ভর করে। এসব তথ্য সংগ্রহপূর্বক তা গণ মাধ্যমে প্রচার করে এ খাতে বেসরকারী বিনিয়োগকারীদের আকৃষ্ট করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

DOWNLOADED FROM Poribesh.com

- কৃষি ক্ষেত্রে পশু শক্তির ক্রমাগত ঘাটতির ফলে কৃষি উৎপাদনে পশু শক্তির ওপর নির্ভরশীলতা যাতে হ্রাস করা যায় সে লক্ষ্যে কৃষি যন্ত্রপাতি বাবহারের প্রতি কৃষকদের ঝোঁক বৃদ্ধি করা ও ঋণ সুবিধা দেয়া হবে। এ উদ্দেশ্যে কৃষি যন্ত্রপাতির ক্রমবর্ধমান বাজার চাহিদার সম্ভাবনা ও লাভজনক বিনিয়োগ সম্পর্কিত তথ্য গণমাধ্যমে প্রচার করা হবে, যাতে বেসরকারী খাত ব্যাপকভাবে অংশগ্রহন করে প্রতিযোগিতামূলক বাজার সৃষ্টির ক্ষেত্রে সক্রিয় ভূমিকা পালন করতে পারে।
- কৃষি ক্ষেত্রে যন্ত্রশক্তির ব্যবহার ক্রমাগত বৃদ্ধি পেলেও কৃষকের আর্থ-সামাজিক অবস্থার প্রেক্ষিতে অঞ্চল ভেদে কৃষকদের মাঝে আগামীতে পশু শক্তির ব্যবহার কম-বেশী প্রচলিত থাকবে। তাই দেশের অপ্রতুল পশু সম্পদ যাতে দক্ষতার সাথে ব্যবহৃত হয় সেদিকে লক্ষ্য রেখে গবেষণার মাধ্যমে পশু শক্তি ব্যবহারের ক্ষেত্রে 'পাওয়ার ডেলিভারী সিস্টেম' অর্থাৎ পশুর স্কন্ধ হতে কৃষি যন্ত্র পর্যন্ত শক্তি প্রক্ষেপণে আরও দক্ষ ও উন্নততর ব্যবস্থা উদ্ভাবন করা হবে।
- কৃষকরা যাতে তাদের প্রয়োজনের উপযোগী কৃষি যন্ত্রপাতি বাজার থেকে ইচছামত সংগ্রহ করতে পারে সেদিকে লক্ষ্য রেখে কৃষি যন্ত্রপাতি উৎপাদন ও আমদানি বিশেষভাবে উৎসাহিত করা হবে। কৃষি যান্ত্রিকীকরণ কাজে নিযুক্ত কারখানাসমূহকে কাঁচামাল আমদানীর জন্যে এবং উৎপাদিত কৃষি যন্ত্রপাতির মূল্য কৃষকের ক্রয় ক্ষমতার মধ্যে রাখার লক্ষ্যে কর/শুল্ক রেয়াত প্রদানের ব্যবস্থা করা হবে।
- কৃষি যান্ত্রিকীকরণ ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে যন্ত্রপাতি উৎপাদনকারী ও ব্যবহারকারী উভয়কেই প্রয়োজনীয় ঋণ সহায়তা প্রদান করা হবে।
- আধুনিক কৃষিকাজে উন্নত প্রযুক্তি ও যন্ত্রপাতির ব্যবহার অনেক ক্ষেত্রেই কৃষকের পক্ষে এককভাবে সম্ভব হয়ে ওঠে না। প্রচলিত পশুশক্তি নির্ভর চাষাবাদের পাশাপাশি আধুনিক কৃষি যন্ত্রপাতির প্রচলনের জন্যে কৃষকদেরকে সমবায় সমিতির মাধ্যমে উন্নত যন্ত্রপাতি ক্রয়ে/লীজ গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করা হবে। এ প্রেক্ষিতে স্বপ্রণোদিত সমবায় সংগঠনকে উৎসাহিত করা হবে এবং সমবায়ভিত্তিক যান্ত্রিক চাষাবাদ কার্যক্রমকে সহায়তা প্রদান করা হবে।

৯. কৃষি গবেষণা

৯.১ ফসল খাতের দ্রুত উন্নয়নের জন্যে সুপরিকল্পিত এং সমন্বিত গবেষণা কার্যক্রম একান্ত অপরিহার্য। ফসল উৎপাদন ব্যবস্থাকে লাভজনক ও টেকসই করার লক্ষ্যে দ্বি-মুখী কৃষি গবেষণা ব্যবস্থাপনার আওতায় যথাযথ কার্যক্রম পরিচালনা করা হবে। একদিকে কৃষকদের চিহ্নিত সমস্যা সমাধানের জন্যে কৃষক, বিশেষ করে প্রান্তিক, ক্ষুদ্র, মাঝারী কৃষক এবং মহিলাসহ সকলের জন্যে কম ব্যয় সম্পন্ন উপযুক্ত কৃষি প্রযুক্তি উদ্ভাবন অগ্রাধিকার পাবে। অন্যদিকে, সর্বাধুনিক গবেষণা পদ্ধতির মাধ্যমে প্রায়োগিক গবেষণা জোরদার করা হবে এবং তার জন্যে প্রয়োজনীয় সুযোগ-সুবিধার ব্যবস্থা করা হবে। কৃষি গবেষণার কাংখিত লক্ষ্য পূরণের উদ্দেশ্যে নিম্নোক্ত পদক্ষেপগুলো গ্রহণ করা হবেঃ

- ফসল উৎপাদনের অর্থনৈতিক উপযোগিতা নিরূপনের জন্যে কৃষি বিপণন অধিদপ্তরসহ সকল জাতীয় কৃষি গবেষণা প্রতিষ্ঠানসমূহে সামাজিক, অর্থনৈতিক ও বিপণন বিষয়ক গবেষণা জোরদার করা হবে।
- ইতোমধ্যে সরকার কর্তৃক প্রবর্তিত জাতীয় কৃষি গবেষণা ব্যবস্থা (National Agricultural Research System ev NARS) পর্যাবৃত্তে (periodic) মূল্যায়নের মাধ্যমে আরও সমন্বিত ও শক্তিশালী করা হবে।

DOWNLOADED FROM Poribesh.com

- বিভিন্ন কৃষি গবেষণা ইনষ্টিটিউট কর্তৃক উদ্ভাবিত প্রযুক্তিসমূহ বেসরকারী উদ্যোক্তা ও এনজিওদের মাধ্যমে মাঠ পর্যায়ে হস্তান্তর ও জনপ্রিয় করে তোলার কার্যক্রম ইতোমধেই শুরু করা হয়েছে। এ প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকবে।

৯.২ জাতীয় কৃষি গবেষণা প্রতিষ্ঠানসমূহ তাদের গবেষণা কর্মসুচী প্রণয়নকালে নীতিগতভাবে নিম্নোক্ত বিষয়গুলোর ওপর গুরুত্ব আরোপ করতঃ সময় ও লক্ষ্যভিত্তিক গবেষণা কর্মসূচী প্রণয়ন করবেঃ

- মৃত্তিকা ও কৃষি পরিবেশ অঞ্চল (Agro-ecological Zone বা AEZ) ভিত্তিক গবেষণা।
- মাটির গুনগতমান, পরিবেশ ও স্বাস্থ্যের জন্যে ক্ষতিকর নয় এমন সব সার উদ্ভাবন ও প্রয়োগ সংক্রান্ত গবেষণা।
- বিভিন্ন অঞ্চলে ভূমির উৎপাদনশীলতা সংরক্ষণ ও উন্নয়নমূলক গবেষণা।
- অঞ্চলভিত্তিক সেচযুক্ত এবং সেচবিহীন চাষাবাদের ওপর গবেষণা।
- ফসল উৎপাদন প্রক্রিয়ায় কৃষকের ব্যয় হ্রাস এবং আয় বৃদ্ধি সংক্রান্ত খামার ব্যবস্থাপনা গবেষণা।
- অর্থনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলকে বিভিন্ন ফসলের জন্যে সর্বাধিক উপযোগী এবং লাভজনকরূপে চিহ্নিতকরণের জন্যে গবেষণা।
- বিভিন্ন ফসলের বিদ্যমান জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ বিষয়ক গবেষণা।
- সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনা এবং দেশীয় উদ্ভিদজাত বালাইনাশক উদ্ভাবন ও সম্প্রসারণ সংক্রান্ত গবেষণা।
- ফসলের মান ও ব্যবহার উপযোগিতা বৃদ্ধিমূলক গবেষণা।
- ফসল বৈচিত্র্য বৃদ্ধির মাধ্যমে খাদ্য পুষ্টির ক্রমবর্ধমান চাহিদা পূরণ সংক্রান্ত গবেষণা।
- বিভিন্ন ফসলের অভ্যন্তরীণ এবং রপ্তানী চাহিদার হ্রাস-বৃদ্ধির ধারা নির্ধারণ ও তার প্রভাব সম্পর্কিত কৃষি অর্থনীতি গবেষণা।
- ফসল সংরক্ষণ, প্রক্রিয়াজাতকরণ এবং অপচয়রোধ সংক্রান্ত গবেষণা।
- কৃষি কর্মকান্ডে মহিলাদের অংশগ্রহণ ও অবদান রাখার সুযোগ বৃদ্ধি এবং প্রতিবন্ধকতা নিরসন সংক্রান্ত গবেষণা।
- খরা ও বন্যা পরিস্থিতির উপযোগী বিভিন্ন ফসলের জাত ও প্রযুক্তি উদ্ভাবনমূলক গবেষণা।
- বিভিন্ন ফসলের জন্যে স্বল্পমেয়াদী উন্নত জাতের বীজ উদ্ভাবন সংক্রান্ত গবেষণা।

DOWNLOADED FROM Poribesh.com

- শস্য বহুমুখীকরণ সংক্রান্ত কৃষিতাত্ত্বিক ও অর্থনৈতিক গবেষণা।

- দেশের উপকূলীয় এলাকাসমূহ এবং পার্বত্য অঞ্চলসহ জলাবদ্ধ (water logged) ও লবণাক্ত (salinity affected) এলাকায় আবাদের জন্যে উপযুক্ত ফসলের জাত ও প্রযুক্তি উদ্ভাবনমূলক গবেষণা।

- গভীর পানিতে চাষযোগ্য ধানের (Deep Water Rice) উন্নত জাত ও প্রযুক্তি উদ্ভাবনমূলক গবেষণা।

- সমন্বিতভাবে ফসল ও মৎস্য চাষের লক্ষ্যে প্রযুক্তি উদ্ভাবন সংক্রান্ত গবেষণা।

- ফসলের বিপণন ও দামের গতি-প্রকৃতি সংক্রান্ত গবেষণা।

১০. কৃষি সম্প্রসারণ

১০.১ কৃষি সম্প্রসারণ জাতীয় কৃষি নীতির একটি অন্যতম মূল উপাদান। কৃষি জমির উপযুক্ত ব্যবহার তথা জমির উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি ও সংরক্ষণের জন্যে জাতীয় পর্যায়ে কৃষি সম্প্রসারণ সেবা জোরদারকরণের প্রয়োজন রয়েছে। কৃষকদের মাঝে উপযুক্ত টেকসই প্রযুক্তি সংক্রান্ত তথ্য সরবরাহ, যথাযথ উপদেশ এবং প্রশিক্ষণের মাধ্যমে তাদের জ্ঞানবৃদ্ধি ও উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহারে উদ্বুদ্ধ করা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের দায়িত্ব। কৃষি সম্প্রসারণ কার্যক্রম জোরদারকরণের জন্যে গৃহীত পদক্ষেপগুলো নিম্নরূপ হবেঃ

- টেকসই প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে দেশে উন্নতজাতের ফসল উৎপাদন ব্যবস্থায় ক্রমাগত উন্নয়নের লক্ষ্যে নতুন কৃষি সম্প্রসারণ নীতি বর্তমানে বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। প্রয়োজনীয় পরিবীক্ষনের মাধ্যমে এই নীতি বাস্তবায়ন জোরদার করা হবে।

- গবেষণালব্ধ নতুন প্রযুক্তি কৃষক পর্যায়ে যথাযথভাবে হস্তান্তরকল্পে কৃষি গবেষণা সম্প্রসারণ যোগসূত্র (research-extension linkage) আরো জোরদার করা হবে। এই যোগসূত্র শক্তিশালী করার কাজে বেসরকারী উদ্যোক্তা, এনজিও এবং কৃষকদেরকেও সম্পৃক্ত করা হবে।

১০.২ কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের সাংগঠনিক কাঠামোটি যথেষ্ট ব্যাপক এবং দক্ষ জনশক্তি সমৃদ্ধ। এ সংস্থাটিকে আরও দক্ষ ও কার্যকর করে তোলার জন্যে নিম্নোক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবেঃ

- কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর ফসলের চাহিদা ও আবাদের লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী আবাদকৃত জমি যথাযথভাবে ব্যবহারের জন্যে যুক্তিসংগত ও সামঞ্জস্যপূর্ণ কার্যক্রম প্রণয়ন করবে।

- বিভিন্ন ফসলের সম্ভাব্য আবাদের প্রেক্ষিতে গুণগতমান সম্পন্ন বীজ, সার, সেচ, বালাইনাশক ইত্যাদির চাহিদা, সরবরাহ এবং প্রাপ্যতা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর নিয়মিত মনিটর করবে। এ ছাড়াও কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর ফসল ভিত্তিক বিভিন্ন উপকরণের চাহিদার হ্রাস/বৃদ্ধি ও প্রাপ্যতা পরিস্থিতি সম্পর্কে আগাম প্রতিবেদন প্রণয়ন এবং তা জাতীয় পর্যায়ে অবহিত করবে।

DOWNLOADED FROM Poribesh.com

- কৃষি প্রযুক্তি দ্রুত সম্প্রসারণের লক্ষ্যে গণ মাধ্যম যথাঃ বেতার, টেলিভিশন, সংবাদপত্র ইত্যাদির ব্যবহার বৃদ্ধি করা হবে। এক্ষেত্রে কৃষি তথ্য সার্ভিসকে জোরদার করা হবে।

- স্থানীয় সরকারের অধীনে সরকার কর্তৃক বরাদ্দপ্রাপ্ত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী তহবিলের উপযুক্ত ব্যবহার নিশ্চিত করা হবে। ব্লক ভিত্তিক প্রদর্শনী খামার যা ইতোমধ্যেই চালু করা হয়েছে, তা জোরদার করা হবে। খামারের মূল কার্যক্রমের সাথে সংগতি রেখে সম্প্রসারণ অধিদপ্তর কর্তৃক প্রদর্শনী প্লটের জন্যে ফসল নির্ধারণ করা হবে। সংশ্লিষ্ট ফসল মৌসুমের গুরুত্বপূর্ণ সময়ে কৃষক এবং সম্প্রসারণ কর্মীগণ কর্তৃক প্রদর্শনী খামার পরিদর্শন ও আলোচনা কার্যক্রম আরও জোরদার করা হবে।

- কৃষি উৎপাদন প্রযুক্তির দ্রুত হস্তান্তরের জন্যে একাধিক সম্প্রসারণ পদ্ধতি যেমন কৃষি মেলা, মাঠ দিবস, চাষী র‍্যালী ইত্যাদি ব্যাপকভাবে ব্যবহার করা হবে।

- স্বপ্রেণোদিত সমবায়ভিত্তিক চাষাবাদ কার্যক্রমকে উৎসাহিত করার লক্ষ্যে কৃষি সম্প্রসারণ সেবা জোরদার করা হবে।

১১. কৃষি বিপণন

১১.১ উৎপাদনের সাথে বিপণন ওতপ্রোতভাবে জড়িত। কিন্তু বর্তমান কৃষি খাতের প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর মধ্যে বিপণন ব্যবস্থা সর্বাপেক্ষা অসংগঠিত ও দুর্বল অবস্থায় রয়েছে। কৃষি পণ্যের বাজার সাধারণতঃ মধ্যস্বত্বভোগীদের নিয়ন্ত্রণে, যা কৃষককে প্রায়ই হতাশ ও নিরুৎসাহিত করে। এমন একটি অবস্থা ফসল উৎপাদন বৃদ্ধির জন্যে মোটেই অনুকূল নয়। কৃষি বিপণন ব্যবস্থার উন্নয়নে সরকার কর্তৃক নিম্নোক্ত পদক্ষেপসমূহ গ্রহণ করা হবেঃ

- দেশে উৎপাদিত কৃষিজাত পণ্যের বিপণন ব্যবস্থার উন্নয়নকল্পে কৃষি পণ্যের প্রক্রিয়াজাতকরণ, কৃষকদের উৎপাদিত পণ্যের ন্যায্যমূল্য প্রাপ্তিতে সহায়তা প্রদান এবং ভোক্তাসাধারণ যাতে উপযুক্ত মূল্যে পণ্য ক্রয় করতে পারেন তার জন্যে উন্নয়ন কার্যক্রম গ্রহণ ও সুষ্ঠু বিপণন কাঠামো গড়ে তোলা হবে।

- কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের দায়িত্ব ও কার্যাবলী সুষ্ঠুভাবে পালনের জন্যে সংস্থাটির উপযুক্ত কাঠামোগত পুনর্বিন্যাস ও প্রয়োজনীয় দক্ষ জনবল সৃষ্টি করা হবে। বিপণন কার্যক্রমের সুষ্ঠু বাস্তবায়ন, কর্মসূচী প্রণয়ন ও যথাযথ দিক নির্দেশনার জন্যে কৃষি বিপণন অধিদপ্তর জোরদারকরণের পাশাপাশি 'কৃষি মূল্য কমিশন' শীর্ষক একটি প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থার প্রবর্তন করা হবে।

১১.২ ফসল বিপণনের ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত বিষয়গুলো বিবেচনায় রেখে বিপণন কার্যক্রম গ্রহণ করা হবেঃ

- সারা বছর কৃষি পণ্যের সরবরাহ অব্যাহত রাখার প্রয়োজনে এবং চাহিদার তুলনায় উৎপাদন অধিক হলে ফসল তোলার পরবর্তী সময়ে তা গুদামজাতকরণ ও সংরক্ষণ করা হবে। এ প্রক্রিয়ায় ব্যবহৃত ক্ষতিকর রাসায়নিক পদার্থের ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ করা হবে।

DOWNLOADED FROM Poribesh.com

- পরিবহন ব্যবস্থার উন্নয়নের মাধ্যমে সঠিক সময়ে সঠিক স্থানে চাহিদা অনুযায়ী পণ্য সরবরাহ নিশ্চিত করা হবে।

- প্রক্রিয়াজাতকরণ ব্যবস্থার উন্নয়নের মাধ্যমে দ্রুত পচনশীল কৃষি পণ্যের অপচয় রোধ, উপযোগিতা বৃদ্ধি এবং গুণগতমান বজায় রাখা হবে।

- কৃষি পণ্যের মান ও শ্রেণী বিন্যাস কার্যক্রমের মাধ্যমে এগুলোর রপ্তানী বৃদ্ধি করা হবে। স্থানীয়ভাবে এসব পণ্যের ব্যবহার বৃদ্ধির জন্যে ভোক্তার রুচি, পছন্দ ও পুষ্টিমান অনুযায়ী পণ্যের শ্রেনী-বিন্যাসকরণ, প্রমিতকরণ, মোড়কীকরণ ও গুণগতমান উন্নয়নের ব্যবস্থা করা হবে।

- হাটবাজার ও আনুষঙ্গিক ভৌত অবকাঠামোর যথাযথ উন্নয়নের মাধ্যমে বিপণন কর্মকান্ডের দক্ষতা ও কার্যকারিতা বৃদ্ধি করা হবে।

- বাজার সম্পর্কিত তথ্য সার্ভিস জোরদারকরণের মাধ্যমে কৃষক, ব্যবসায়ী ও ভোক্তাদের নিকট সঠিক তথ্য সরবরাহ করা হবে।

- ভোক্তা/ব্যবহারকারী, ব্যবসায়ী, প্রক্রিয়াজাতকারী সকলকে নতুন ফসল উৎপাদন ও ব্যবহার এবং নতুন প্রক্রিয়াজাতকরণ প্রযুক্তি ইত্যাদি সম্পর্কে অবহিত করা হবে।

- বিপণন ডাটা বেইজ স্থাপন এবং তথ্য বিশ্লেষণের মাধ্যমে সরকারী ও বেসরকারী পর্যায়ে বিপণন সংক্রান্ত সমস্যার সমাধানকল্পে প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণে সহযোগিতা প্রদান করা হবে।

- ১৯৬৪ সালের কৃষি পণ্য বাজার নিয়ন্ত্রণ আইন (১৯৮৫ সালে সংশোধিত) এর যুগোপযোগী সংশোধন ও বাস্তবায়ন করা হবে।

- উৎপাদনকারী কৃষক যাতে তাদের উৎপাদিত পণ্যের উপযুক্ত মূল্য পায় সে জন্যে 'চুক্তিবদ্ধ বিক্রয়' এর মাধ্যমে উৎপাদনকারী, ব্যবসায়ী, রপ্তানীকারক ও প্রক্রিয়াজাতকারীদের মধ্যে যোগসূত্র স্থাপনের ব্যবস্থা করা হবে।

- স্বপ্রণোদিত সমবায়ভিত্তিক বিপণন ব্যবস্থা উৎসাহিত করা হবে।

- ফসল তোলার মৌসুমে কৃষক যাতে উৎপাদিত ফসলের ন্যায্য মূল্য পায় এবং ফসলহানি বা অধিক ফলনজনিত অবস্থায় পণ্য মূল্য স্থিতিশীল থাকে সে লক্ষ্যে খাদ্যশস্য সংগ্রহ ব্যবস্থা জোরদার করাসহ উৎপাদিত ফসলের জন্যে প্রয়োজনমত মূল্য সহায়তা (output price support) প্রদানের ব্যবস্থা করা হবে।

DOWNLOADED FROM Poribesh.com

১২. ভূমি ব্যবহার

১২.১ সামগ্রিকভাবে ভূমির সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করা সরকারের মৌলিক দায়িত্ব। ভূমি ক্ষেত্রভেদে ব্যক্তি মালিকানাধীন সম্পত্তি হলেও এর ব্যবহার অবশ্যই সামাজিক লক্ষ্য ও উপযোগিতার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে হবে। তা ছাড়া, বেশির ভাগ কৃষকই ক্ষুদ্র, প্রান্তিক ও বর্গাচাষী বিধায় তাদের স্বার্থ সংরক্ষণের বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করা প্রয়োজন।

১২.২ ফসল উৎপাদনে পরিকল্পিত ভূমি ব্যবহারের জন্যে নিম্নলিখিত পদক্ষেপগুলো গ্রহণ করা হবেঃ

- মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনষ্টিটিউট (Soil Resources Development Institute-SRDI) কর্তৃক অগ্রাধিকার ভিত্তিতে লান্ড জোনিং কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা হবে। এজন্যে এসআরডিআই এর সমন্বিত উদ্যোগ আরও শক্তিশালী করা হবে।

- ভূমির সর্বোচচ ব্যবহার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে জনগণকে সম্পৃক্ত করে মৌজা বা গ্রাম পর্যায় থেকে উর্দ্ধমুখী (bottom-up) প্রক্রিয়ায় ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের কাজ শুরু করা হবে।

- অধিকাংশ এলাকায় একই জমি একাধিক ফসল উৎপাদনের উপযোগী। সেক্ষেত্রে জমিতে কেবলমাত্র ধান-মান ফসলক্রম অনুসরণ না করে ভূমির উপযোগিতা সাপেক্ষে বিকল্প অর্থকরী ফসল আবাদে উৎসাহ দেয়া হবে।

- উর্বর কৃষি জমি ক্রমাগত অকৃষি কাজে যেমন, বেসরকারী স্থাপনা, বাড়িঘর নির্মাণ, ইটভাটা ইত্যাদি কাজে ব্যবহৃত হচেছ। এ প্রবণতা রোধকল্পে সরকারের ভূমি নীতির আলোকে যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

- একই জমিতে প্রধান ফসলের সাথে সাথী ফসল হিসাবে অন্যান্য ফসল চাষের উদ্যোগ নিয়ে জমির সর্বাধিক ব্যবহার নিশ্চিত করা হবে।

- ভূমি হুকুম দখলের মাধ্যমে অকৃষি খাতের উন্নয়নের জন্যে প্রয়োজনের অতিরিক্ত কৃষি জমির অধিগ্রহণ নিরুৎসাহিত করা হবে।

- ফসলী জমির মালিক কর্তৃক গ্রহণযোগ্য কারণ ছাড়া ভূমি যাতে অব্যবহৃত না রাখা হয় তার জন্যে ভূমি মালিকদের উদ্বুদ্ধকরণ কর্মসূচী গ্রহণ করা হবে।

- প্রান্তিক ও বর্গাচাষীদের স্বার্থ যাতে সংরক্ষিত হয় এবং কৃষি জমি দীর্ঘ দিন অব্যবহৃত রাখা না হয়, সেলক্ষ্যে সরকারের ভূমি নীতির আলোকে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

DOWNLOADED FROM Poribesh.com

১৩. কৃষি শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ

১৩.১ ফসল উৎপাদন বৃদ্ধির হার বাড়ানো ও তা স্থিতিশীল রাখার লক্ষ্যে কৃষি বিষয়ে দক্ষ জনবল গঠন করা কৃষি নীতির একটি বিশেষ উদ্দেশ্যে। কৃষি শিক্ষাকে সম্প্রসারিত করার লক্ষ্যে বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের পাশাপাশি বঙ্গবন্ধু কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করা হয়েছে। জাতীয় শিক্ষা নীতির আলোকে কৃষি শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ ব্যবস্থার উন্নয়নের জন্যে গৃহীত সরকারী নীতি হচ্ছেঃ

- সরকারী উদ্যোগে স্থাপিত কৃষি কলেজগুলোর প্রশাসনিক ও একাডেমিক ব্যবস্থাপনা আরও দক্ষ ও জোরদার করার পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে। প্রয়োজনবোধে প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনার সমন্বয়সাধন ও সংস্কারের উদ্দেশ্যে যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

- দেশে কৃষি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা চাহিদা অনুযায়ী বৃদ্ধি করা হবে। কিন্তু অবশ্যই প্রতিটি ক্ষেত্রে কৃষি কলেজ স্থাপন ও পরিচালনার জন্যে একটি পূর্ব নির্ধারিত মান এবং সুযোগ-সুবিধার প্রাপ্যতা নিশ্চিত করা হবে।

- সকল কৃষি কলেজ সংশ্লিষ্ট বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের পাঠ্যসূচী এবং পরীক্ষা বিধি অনুসারে পরিচালিত হবে। কৃষি কলেজগুলোতে কর্মরত শিক্ষকদের পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে উচচ শিক্ষা, গবেষণা ও পদোন্নতির সংক্রান্ত বিষয়েও যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

- দেশের ১৩ টি ডিপ্লোমা কৃষি প্রশিক্ষায়তনের (Agriculture Training Institute ev ATI) কারিগরী মান, প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা জোরদার করা হবে।

- কৃষি কর্মকর্তাদের বিভাগীয় প্রশিক্ষণ আরও জোরদার করা হবে এবং মাঠ পর্যায়ে কর্মরত ব্লক সুপারভাইজারদের চাকুরীকালীন নিয়মিত প্রশিক্ষণের মাধ্যমে তাদের ব্যবহারিক জ্ঞান বৃদ্ধির প্রয়াস অব্যাহত থাকবে।

১৪. কৃষি ঋণ

১৪.১ অতীত ও সাম্প্রতিককালের বিভিন্ন সমীক্ষায় প্রমানিত হয়েছে যে অর্থলগ্নী প্রতিষ্ঠান (ব্যাংক) থেকে কৃষি ঋণ পাওয়া কৃষকদের জন্যে সহজলভ্য নয়। অন্যদিকে গ্রামীণ ব্যাংক ও বেশ কিছু এনজিও কৃষকদের মাঝে ঋণ দিয়ে থাকে, যদিও তা সাধারণতঃ অকৃষি কাজে ব্যবহৃত হয়। কিন্তু কৃষি ঋণের সিংহভাগই অর্থলগ্নী প্রতিষ্ঠানের ওপর নির্ভরশীল। অথচ এই সূত্র থেকে যে পরিমান কৃষি ঋণ দেয়া হয় তা মোট চাহিদার মাত্র অতি অল্প অংশই পূরণ করতে সক্ষম।

১৪.২ মাঠ পর্যায়ে কৃষি ঋণ বিতরণ মনিটরিং এর জন্যে অতীতে জেলা, থানা ও ইউনিয়ন পর্যায়ে কৃষি ঋণ কমিটি গঠন করা হয়। কিন্তু জেলা পর্যায় ব্যতীত অন্য দুই পর্যায়ের কমিটিগুলোর কার্যকারিতা নেই বললেই চলে। জেলা পর্যায়ের কমিটিও সকল জেলাতে কৃষি ঋণ কার্যক্রম সঠিকভাবে নিয়মিত মনিটরিং করছে না। জাতীয় পর্যায়ে কৃষি ঋণ কার্যক্রম মনিটরিং এর জন্যে বাংলাদেশ ব্যাংক ব্যতীত অন্য কোন মনিটরিং কাঠামো নেই। তবে বাংলাদেশ ব্যাংক ছাড়াও অর্থ বিভাগে মাসিক ঋণ বিতরণ ও আদায় পরিস্থিতি মনিটরিং করা হয়। এ প্রেক্ষিতে কৃষি ঋণ সম্পর্কিত সরকারের নীতি হচ্ছেঃ

DOWNLOADED FROM Poribesh.com

- কৃষি নীতির অভীষ্ট লক্ষ্য অর্জন করার জন্যে কৃষি ঋণ প্রদানের সকল পর্যায়ে নিয়মিত মনিটরিং ব্যবস্থাকে আরো জোরদার করা হবে। এজন্যে জাতীয় পর্যায়ে মাননীয় অর্থ মন্ত্রীর নেতৃত্বে একটি মনিটরিং ও মূল্যায়ন কমিটি গঠন করা হবে। এই কমিটিতে মাননীয় কৃষি মন্ত্রী বিকল্প সভাপতির দায়িত্ব পালন করবেন। এই কমিটিতে বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্ণর, অর্থ বিভাগের সচিব, কৃষি সচিব, পরিকল্পনা কমিশনের সদস্য (কৃষি), সরকারী খাতের সকল অর্থলগ্নী প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনা পরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক এবং বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ডের মহাপরিচালককে সদস্য হিসেবে অন্তর্ভূক্ত করা হবে। কমিটিতে বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের একজন প্রতিনিধি, সরকার কর্তৃক মনোনীত কৃষক সংগঠন ও কৃষিবিদ সংগঠনের একজন করে প্রতিনিধি এবং কৃষি উন্নয়ন কার্যক্রমের সাথে সম্পৃক্ত তিনজন এনজিও প্রতিনিধিও সদস্য হিসেবে অন্তর্ভুক্ত হবেন। এই কমিটি সার্বিকভাবে প্রাতিষ্ঠানিক কৃষি ঋণ বাস্তবায়নের দিক দির্দেশনা প্রদান করবে এবং কৃষি ঋণের সার্বিক পরিস্থিতি পর্যালোচনা করে প্রয়োজনীয় বাবস্থা গ্রহণের জন্যে সরকারের নিকট সুপারিশ পেশ করবে। এছাড়া কমিটি জাতীয় পর্যায়ে কৃষি ঋণ পরিস্থিতি নিয়মিত মনিটর করবে।

- জেলা প্রশাসককে চেয়ারম্যান করে গঠিত জেলা পর্যায়ের কৃষি ঋণ কমিটির কার্যক্রম জোরদার করা হবে। এই কমিটিতে প্রতিটি রাষ্ট্রায়ত্ব ও বিশেষায়িত ব্যাংকের জেলা পর্যায়ের আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক/সর্বোচচ কর্মকর্তা, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের সংশ্লিষ্ট জেলার উপ-পরিচালক, বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ডের জেলা পল্লী উন্নয়ন কর্মকর্তা, বিএডিসি'র আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক, কৃষি উন্নয়ন কার্যক্রমের সাথে সম্পৃক্ত এনজিও প্রতিনিধি এবং সরকার কতৃক মনোনীত দু'জন প্রগতিশীল কৃষককে সদস্য হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা হবে। রাষ্ট্রায়াত্ব লীড ব্যাংকের আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক/ সর্বোচচ কর্মকর্তা কমিটির সদস্য-সচিবের দায়িত্ব পালন করবেন। এই কমিটি মাঠ পর্যায়ে কৃষি ঋণ কর্মসূচী সফলভাবে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে তা নিয়মিত মনিটর ও পর্যালোচনা করবে। কমিটি থানা ও ইউনিয়ন পর্যায়ের কমিটি দুটোর সুপারিশক্রমে কৃষি ঋণের চাহিদা নিরূপণ এবং লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণপূর্বক জাতীয় পর্যায়ের কমিটির নিকট সুপারিশ পেশ করবে।

- থানা এবং ইউনিয়ন পর্যায়ে গঠিত কৃষি ঋণ কমিটিগুলোকে কার্যকর করে তোলা হবে। থানা পর্যায়ের কমিটির চেয়ারম্যান হবেন থানা নির্বাহী কমকর্তা। সংশ্লিষ্ট থানার সকল ইউনিয়ন চেয়ারম্যান, থানা পর্যায়ের সকল সরকারী ব্যাংকের ব্যবস্থাপক, থানা কৃষি কর্মকর্তা এবং থানা পল্লী উন্নয়ন কর্মকর্তা এই কমিটির সদস্য হবেন। থানা পর্যায়ের লীড ব্যাংকের ব্যবস্থাপক এই কমিটির সদস্য-সচিবের দায়িত্ব পালন করবেন। এছাড়া সংসদ সদস্যদের সাথে পরামর্শক্রমে জেলা পর্যায়ের কমিটি কর্তৃক সুপারিশকৃত সংশ্লিষ্ট থানার দু' জন প্রগতিশীল কৃষক এবং কৃষি উন্নয়ন কার্যক্রমের সাথে সংশ্লিষ্ট এনজিও প্রতিনিধিকে সদস্য হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করে এই কমিটিকে জোরদার করা হবে। এই কমিটি ইউনিয়ন কৃষি ঋণ কমিটির মাধ্যমে কৃষি ঋণ বিতরণ ও আদায় পরিস্থিতির অগ্রগতি পর্যালোচনা করবে এবং কাজের তৎপরতা বৃদ্ধিকল্পে স্থানীয়ভাবে ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

- ইউনিয়ন পর্যায়ের কৃষি ঋণ কমিটির চেয়ারম্যান হবেন ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান। এছাড়া ইউনিয়ন পরিষদের সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ড মেম্বার এবং কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের সংশ্লিষ্ট ব্লক সুপারভাইজার এই কমিটিতে সদস্য হিসেবে অন্তর্ভুক্ত থাকবেন। স্থানীয় ব্যাংক ম্যানেজার বা ফিল্ড সুপারভাইজার এই কমিটির সদস্য-সচিব হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন।

DOWNLOADED FROM Poribesh.com

কমিটিকে শক্তিশালী করার জন্যে স্থানীয় এনজিও প্রতিনিধি এবং দু' জন প্রগতিশীল কৃষককে এই কমিটিতে অন্তর্ভুক্ত করা হবে। এই কমিটির দায়িত্ব হবে (১) বাৎসরিক ভিত্তিতে সম্ভাব্য কৃষি ঋণ গ্রহীতার তালিকা প্রণয়ন, (২) কৃষি ঋণের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণপূর্বক উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের নিকট সুপারিশ প্রদান, (৩) সময়মত ঋণ বিতরণ হচেছ কিনা তা নিয়মিত মনিটর করা এবং (৪) ঋণ আদায়ের জন্যে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান।

১৪.৩ ইউনিয়ন, থানা, জেলা ও জাতীয় পর্যায়ের কৃষি ঋণ কমিটির প্রতিটি ক্ষেত্রেই সরকার মনোনীত মহিলা প্রতিনিধিকে সদস্য হিসেবে অন্তর্ভূক্ত করা হবে। ইউনিয়ন ও থানা পর্যায়ের কৃষি ঋণ কমিটিতে নির্বাচিত মহিলা প্রতিনিধির অর্ন্তভুক্তি বাধ্যতামূলক করা হবে।

১৪.৪ সরকার কৃষি ঋণ বিতরণ কার্যক্রম আরও সহজ করার প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচেছ। ইতোমধ্যে কৃষি ঋণ বিতরণ সরলীকরণ সম্পর্কিত নতুন কিছু নীতিমালা প্রবর্তন করা হয়েছে। তবে আমদানকারীদের অর্থে পরিচালিত ব্যাংকসমূহকে তাদের বিতরণকৃত অর্থের আদায় নিশ্চিত করতে হয় বিধায় বিতরণ সরলীকরণ এবং আদায় নিশ্চিতকরণের মধ্যে ভারসাম্য বজায় রেখে ব্যাংক/ আর্থিক প্রতিষ্ঠানের বিতরণ পদ্ধতি পরিচালনা করতে হবে। কৃষি ঋণ সংক্রান্ত বিভিন্ন পর্যায়ের কমিটি মূলতঃ মনিটরিং, ঋণ পরিশোধে উদ্বুদ্ধকরণ, অভিযোগ তদন্ত করে নিস্পত্তিমূলক সুপারিশ প্রদান, সমন্বয় সাধন ইত্যাদি কার্য সম্পাদন করে ঋণ প্রদান ও আদায়ে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে। ঋণ প্রদানের সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা এককভাবে ঋণ দানকারী ব্যাংকের থাকবে এবং তা আদায়ের দায়িত্ব উক্ত ব্যাংকের সংশ্লিষ্ট শাখার ওপর ন্যস্ত থাকবে।

১৪.৫ কৃষি ঋণ সহজলভ্য করার উদ্দেশ্যে ক্রমবর্ধমানহারে ব্যাংক ঋণ প্রদানের কার্যক্রম অব্যাহত রাখা হবে। এ ছাড়াও কৃষি ঋণ ব্যবস্থাকে জোরদার করার জন্যে পল্লী কর্মসহায়ক ফাউন্ডেশনের মডেলে কৃষি ঋণ ফাউন্ডেশন শীর্ষক একটি প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো প্রবর্তনের রূপরেখা কৃষি মন্ত্রণালয় প্রণয়ন করেছে। ১৯৯৪ সালের কোম্পানী আইনের আওতায় গঠিতব্য কৃষি ঋণ ফাউন্ডেশন একটি অলাভজনক প্রতিষ্ঠান, যার মূল লক্ষ্য হবে ভূমিহীন, প্রান্তিক ও ক্ষুদ্র চাষীদের ঋণ চাহিদা পূরণের মাধ্যমে কৃষি কাজে বিনিয়োগ বৃদ্ধি করা এবং সেই সাথে ফসল আবাদের নিবিড়তা বৃদ্ধি ও কৃষি বহুমুখীকরণের মাধ্যমে নতুন কর্মসংস্থানের সৃষ্টি করে দারিদ্র্য বিমোচন ও সার্বিক জীবন যাত্রার মান উন্নত করা। এ উদ্দেশ্যে বিভিন্ন সরকারী, আধা সরকারী, বেসরকারী ও উন্নয়নমূলক সংস্থা এবং সামাজিক সংগঠনসমূহকে সহযোগী সংস্থা (partner organization) হিসেবে চিহ্নিত করে তাদের মাধ্যমে ক্ষুদ্র ঋণ (micro credit) বিতরণ কর্মসূচী হাতে নেয়া হবে। এই প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো প্রবর্তনের জন্যে চলতি পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা মেয়াদেই প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে।

১৫. কৃষি উৎপাদনে সরকারী সহায়তা ও আপৎকালীন পরিকল্পনা

১৫.১ ফসল উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহারে কৃষকদের উৎসাহিত করার জন্যে সরকার কর্তৃক সহায়তামূলক কার্যক্রম গ্রহণ করা প্রয়োজন। এ ব্যাপারে সরকার নিম্নোক্ত পদক্ষেপগুলো গ্রহণ করবেঃ

- সরকার বিভিন্নভাবে কৃষকদেরকে সহায়তা প্রদান করতে পারে যেমন, কৃষি উপকরণের মূল্য হ্রাস করে, উৎপাদিত কৃষি পণ্যের ন্যায্য মূল্য প্রদানের মাধ্যমে, শুল্ক ও কর রহিতকরণের মাধ্যমে,

DOWNLOADED FROM Poribesh.com

প্রয়োজনে সম্পূরক সেচের খরচ আংশিকভাবে বহনের মাধ্যমে, কৃষি ঋণের সুদের হার হ্রাস করে ইত্যাদি। এজন্যে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীতে কৃষি মন্ত্রণালয়ের অনুকূলে একটি থোক বরাদ্দের ব্যবস্থা রাখা হবে। এই অর্থ শুধুমাত্র সরকারের কৃষি সহায়তা কার্যক্রমের জন্যে ব্যবহৃত হবে।

- যে কোন প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্থ কৃষকের ক্ষয়ক্ষতি পুষিয়ে নেয়ার জন্যে সরকার আপৎকালীন সহায়তা কর্মসূচী গ্রহণ করবে। এজন্যে রাজস্ব খাত থেকে কৃষি মন্ত্রণালয়ের অনুকূলে একটি থোক বরাদ্দের ব্যবস্থা রাখা হবে।

- যে কোন ধরণের প্রাকৃতিক দুর্যোগে শস্যহানি ঘটলে কৃষক পর্যায়ে এবং জাতীয় পর্যায়ে ক্ষয়ক্ষতি পুষিয়ে নেয়ার লক্ষ্যে জরুরী ভিত্তিতে কৃষি পুনর্বাসন কর্মসূচী গ্রহণের জন্যে কৃষি মন্ত্রণালয়ের আপৎকালীন পরিকল্পনা (contingency plan) থাকবে।

- প্রতিকূল আবহাওয়া সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট তথ্য বিশ্লেষণের ভিত্তিতে কৃষকদের করণীয় বিষয় সম্পর্কে অবহিত করার উদ্দেশ্যে পূর্ব সতর্কীকরণ ব্যবস্থা (Early Warning System) জোরদার করা হবে। কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের অধীনে কৃষি আবহাওয়া বিজ্ঞান (Agrometeorology) এর ভিত্তিতে সম্প্রসারণ বার্তা (extension message) প্রদানের পরিকল্পনা নেয়া হচেছ। এজন্যে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরে একটি কৃষি আবহাওয়া বিজ্ঞান কেন্দ্র স্থাপন করা হবে। এই কেন্দ্রের প্রধান কাজ হবে এ্যাগ্রো-মেটেওরোলজিক্যাল এবং এ্যাগ্রো-ক্লাইমেটিক উপাত্ত বিশ্লেষণ করে শস্যের রোপন/বপনের সময় ও সম্ভাব্য ফলন সম্পর্কে কৃষকদেরকে আগাম ধারণা দেয়া ও এ্যাগ্রো-মেটেওরোলজিক্যাল উপদেশ প্রদান করা।

১৬. খাদ্য ও পুষ্টি উন্নয়ন

১৬.১ ১৯৯২ সালের আন্তর্জাতিক পুষ্টি সম্মেলন (International Conference on Nutrition, 1992) এর (World Declaration) অনুযায়ী কৃষি সংশ্লিষ্ট নিম্নলিখিত কার্যক্রমসমূহ চিহ্নিত করা হয়েছেঃ

- উন্নয়ন নীতি ও কর্মসূচীতে পুষ্টির বিষয়টি যথাযথ বিবেচনায় এজন্যে এ সংক্রান্ত কার্যক্রম জোরদার করা (Improving nutritional objectives, components and considerations into development policies and programmes)।

- পরিবার পর্যায়ে খাদ্য নিরাপত্তা জোরদার করা (improving food security down to the hosehold level)।

- খাদ্যের গুণগত মান বৃদ্ধি ও নিরাপদ খাদ্য সংস্থানের মাধ্যমে ভোক্তাদের স্বার্থ সংরক্ষণ করা (Protecting consumers through improved food quality and food safety)।

১৬.২ উপরোল্লেখিত সম্মেলনে সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত ও স্বীকৃত পদক্ষেপের আলোকে সরকার ইতোমধ্যেই জাতীয় খাদ্য ও পুষ্টি নীতি এবং পুষ্টি সম্পর্কিত কর্ম-পরিকল্পনা (National Plan of Action

DOWNLOADED FROM Poribesh.com

on Nutrition) অনুমোদন করেছে। এ প্রেক্ষাপটে কৃষিখাতে পুষ্টি কার্যক্রম বাস্তবায়নের মাধ্যমে পুষ্টিকর ফসলের উৎপাদন ও সরবরাহ বৃদ্ধির প্রয়াস নেয়া হচেছ, যার ফলে খাদ্য পুষ্টির মানোন্নয়ন সম্ভব হবে। এ উন্নয়ন কার্যক্রম অব্যাহত থাকবে।

১৭. কৃষি ও পরিবেশ সংরক্ষণ

১৭.১ কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির জন্যে ব্যবহৃত রাসায়নিক সার ও কীটনাশক ঔষধ যেন পরিবেশ দূষণের কারণ না হয়ে দাঁড়ায় সে বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি করা কৃষি নীতির অন্যতম উদ্দেশ্যে।

১৭.২ দেশের কোন কোন অঞ্চল ও উপকূলীয় এলাকায় ক্রমশই জলাবদ্ধতা ও লবণাক্ততা গুরুতর সমস্যা হিসেবে দেখা দিচেছ, যা এ সমস্ত অঞ্চলের কৃষি কাজের জন্যেই শুধু হুমকিস্বরূপ নয় বরং সামগ্রিক পরিবেশের জন্যেও বড় ধরণের বিপর্যয় ডেকে আনতে পারে। এ ব্যাপারে সরকারের পদক্ষেপ হচেছঃ

- জলাবদ্ধতা প্রতিরোধ করার ব্যবস্থা নেয়া হবে এবং কৃষকদেরকে উপযুক্ত শস্যাবর্তন (crop rotation) অনুসরণ এবং পালাক্রমে ফসল ও মৎস্য চাষে উদ্বুদ্ধ করা হবে।
- লবণাক্ততা প্রতিরোধের সম্ভাব্য ব্যবস্থাসহ লবণাক্ততা সহনশীল ফসলের জাত উদ্ভাবন ও প্রসার ঘটানো হবে।
- অনুমোদিত জাতীয় পরিবেশ ও পানি নীতির আলোকে ফসল উৎপাদন নীতি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে পরিবেশ দূষণ সংক্রান্ত বিষয়গুলো যথাযথভাবে বিবেচনাপূর্বক পরিবেশ সংরক্ষণের প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে।
- দক্ষিণাঞ্চলের লবণাক্ত এলাকায় চিংড়ি চাষ বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনে যথেষ্ট অবদান রাখলেও, চিংড়ি ঘের ও সংযুক্ত এলাকায় লবণাক্ত পানি ও চিংড়ির বর্জ্য দ্রব্যাদি পরিবেশ দূষণের কারণ হয়ে দাঁড়াচেছ। এ ব্যাপারে ইতোমধ্যে প্রণীত মৎস্য নীতির আলোকে বাস্তবসম্মত পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে।

১৮. কৃষিতে নারীদের সম্পৃক্তকরণ

১৮.১ কৃষি ক্ষেত্রে নারীদেরকে সম্পৃক্ত করার বিষয়টি বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কৃষিতে নারীদেরকে অধিকহারে সম্পৃক্ত করে শহরমুখী জনস্রোত রোধ করা সহজ হবে। জাতীয় কৃষি নীতির আওতায় কৃষি ক্ষেত্রে নারীর ভূমিকা যথাযথ মূল্যায়নপূর্বক তা বিকাশের জন্যে নিম্নোক্ত কার্যক্রম গ্রহণ করা হবেঃ

- ফসল তোলার পরবর্তী কর্মকান্ড, বীজ সংরক্ষণ, নার্সারী ব্যবসা, পাটের আঁশ ছাড়ানো, সব্জী উৎপাদন, গৃহাঙ্গন কৃষি, ফুলের চাষ, ফল-ফুল ও সব্জী বীজ উৎপাদন, স্থানীয় কৃষিজ পণ্য ভিত্তিক কুটির শিল্প স্থাপন ও পরিচালনা প্রভৃতি কাজ নারীদের জন্যে খুবই উপযোগী। এসব কাজে নারীর আগ্রহ এবং দক্ষতা বৃদ্ধির জন্যে ব্যাপক প্রশিক্ষণ কর্মসূচী পরিচালনা ও মূলধনী সহায়তা প্রদান করা হবে।

- মাঠ ফসল উৎপাদন কর্মকান্ডে মহিলারাও অংশগ্রহণ করে থাকে বিধায় বাস্তবায়নাধীন নতুন কৃষি সম্প্রসারণ নীতির আলোকে মহিলা কৃষকদের জন্যে পৃথক সম্প্রসারণ কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে।

DOWNLOADED FROM Poribesh.com

- কৃষি কর্মকান্ডে মহিলাদের অবদান রাখার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা চিহ্নিতকরণের জন্যে যথাযথ গবেষণা কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে এবং চিহ্নিত অসুবিধাসমূহ দূরীকরণের ব্যবস্থা গ্রহণ রা হবে।

১৯. সরকারী, এনজিও এবং বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের সমন্বয়

১৯.১ সরকারী বা বেসরকারী কিংবা এনজিও সংগঠন কারো পক্ষেই এককভাবে কৃষি ক্ষেত্রের সামগ্রিক সংকট মোচন অথবা সম্ভাবনার পরিপূর্ণ বিকাশ ঘটানো সম্ভব নয়। যেহেতু একদিকে কৃষির সমস্যা গভীর ও বিস্তৃত এবং অন্যদিকে সম্পদ খুবই সীমিত, সেহেতু কৃষি খাতের সার্বিক উন্নয়নের জন্যে সরকারী, বেসরকারী, কৃষক ও এনজিও সংগঠনগুলোর কর্মতৎপরতার মাঝে নিম্নরূপে সমন্বয় সাধন করা হবেঃ

- কৃষি খাত উন্নয়নের লক্ষ্যে এ সংক্রান্ত যে কোন কার্যক্রমে বেসরকারী সংস্থা এবং এনজিও সংগঠনের অংশগ্রহণের সুযোগ থাকবে। তবে কৃষি নীতির প্রতিকুল বলে বিবেচিত যে কান কার্যক্রম স্থগিত বা নিষিদ্ধ ঘোষণার অধিকার সরকার কর্তৃক সংরক্ষিত থাকবে।

- কৃষি উন্নয়নে নিয়োজিত সরকারী, বেসরকারী ও এনজিও প্রতিষ্ঠানগুলোর উন্নয়ন কার্যক্রম সুসংগঠিত মনিটরিং ব্যবস্থার আওতায় আনা হবে এবং জাতীয় পর্যায় থেকে মাঠ পর্যায়ে পর্যন্ত সমন্বয় সাধন করা হবে। সার্বিকভাবে কৃষির সকল দিক/বিষয় বিবেচনা এবং কৃষির সাথে সংশ্লিষ্ট সকল মন্ত্রণালয় ও সংস্থার কার্যক্রমের মধ্যে সমন্বয় সাধনের জন্যে জাতীয়, জেলা, থানা ও ইউনিয়ন পর্যায়ে একটি করে কৃষি কমিটি গঠন করা হবে। মাননীয় কৃষি মন্ত্রীর সভাপতিত্বে জাতীয় কৃষি কমিটি গঠন করা হবে। অনুরূপভাবে জেলা পর্যায় হতে ইউনিয়ন পর্যায় পর্যন্ত স্থানীয় সরকার পরিষদসমূহের চেয়ারম্যানগণ জেলা, থানা ও ইউনিয়ন পর্যায়ের কৃষি কমিটিতে সভাপতির দায়িত্ব পালন করবেন। প্রতিটি পর্যায়ের কৃষি কমিটিতে কৃষক সংগঠনের একজন করে প্রতিনিধি সদস্য হিসেবে অন্তর্ভুক্ত থাকবেন।

২০. নির্ভরযোগ্য ডাটা বেইজ

২০.১ উন্নয়ন কার্যক্রমের সফল বাস্তবায়ন বহুলাংশে সময়মত নির্ভরযোগ্য তথ্য ও উপাত্ত প্রাপ্তির ওপর নির্ভরশীল। নির্ভরযোগ্য ডাটা বেইজ গড়ে তোলার জন্যে জাতীয় কৃষি নীতির আওতায় সরকার নিম্নলিখিত ব্যবস্থাগুলো গ্রহণ করবেঃ

- জেলা পর্যায়ের কৃষি সম্প্রসারণ কার্যালয়ে উপযুক্ত ভৌত সুযোগ-সুবিধা সৃষ্টি করা হবে।

- জেলা পর্যায়ের কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর নিজস্ব চ্যানেলের মাধ্যমে ফসল খাত সংশ্লিষ্ট সকল তথ্য সংগ্রহ, সংকলন এবং সংরক্ষণ করবে। এজন্যে পর্যাপ্তভাবে কম্পিউটার সুবিধা প্রদান ও দক্ষ জনবল গড়ে তোলার ব্যবস্থা নেয়া হবে।

- কৃষি সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ তথ্যসমূহ সংরক্ষণ ও প্রকাশ্যে প্রদর্শন করা হবে।
- কৃষি খাতে নিয়োজিত সরকারী, বেসরকারী ও এনজিও সংগঠনসমূহ পরস্পরের মধ্যে তথ্য বিনিময়ে নীতিগতভাবে সম্মত থাকবে।

DOWNLOADED FROM Poribesh.com

- বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো সঠিক তথ্য সংগ্রহ ও সংরক্ষণ পদ্ধতি সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট সংস্থাসমূহের জন্যে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করবে এবং এ ব্যাপারে পরামর্শ প্রদান করবে।

২১. উপসংহার

২১.১ জাতীয় কৃষি নীতির যথাযথ বাস্তবায়ন ফসল উৎপাদন তথা সার্বিক কৃষি ব্যবস্থাকে উত্তরোত্তর গতিশীল খাত হিসেবে গড়ে তুলবে, যার ফলে দেশের অর্থনীতিতে উল্লেখযোগ্য ইতিবাচক পরিবর্তন আশা করা যায়। দেশের সার্বিক অর্থনীতির বাস্তব অবস্থা এবং পরিবর্তনশীল কৃষি উৎপাদন ব্যবস্থার প্রেক্ষিতে জাতীয় কৃষি নীতি মূল্যায়ন ও পর্যালোচনা করা হবে এবং তদনুসারে এই নীতি সময়ের প্রেক্ষাপটে যুগোপযোগী করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

DOWNLOADED FROM Poribesh.com